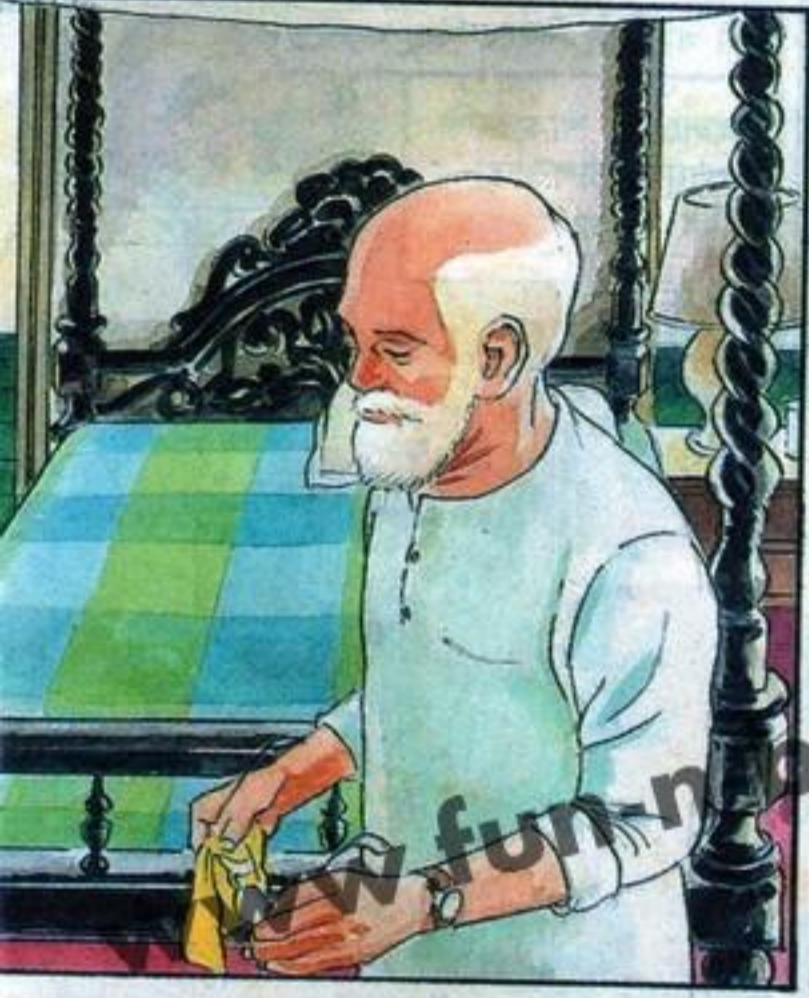


# আশুভ স্ত

প্রোগ্রামার  
ত্রিলোকেশ্বর  
স্বামী

কাহিনী: সত্যজিৎ রায়

ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়





চমকই বটে! একটা সম্পূর্ণ নতুন জাতের জানোয়ার! একবিংশ শতাব্দীতে। একেবারে হোম ডেলিভার্ড!

জগন্নাথ দিলে, বললে, শিকলবাকল ত কত এনে দিয়েছি জঙ্গল থেকে ... এ জিনিস ও নিজেও আর দেখিনি।

কী খায়। সে বিষয়ে কিছু বলেছে। বলেছে ... শাকসবজি, ফলমূল, ডালভাত, সবই খায়।



যাক, তা হলে চিন্তা নেই।



চিন্তা নেই!?! এরকম চমক! একটা নতুন শ্রেণীর ম্যামল এইভাবে এসে পড়ল আমার হাতে, তাই নিয়ে চিন্তা হবে না?

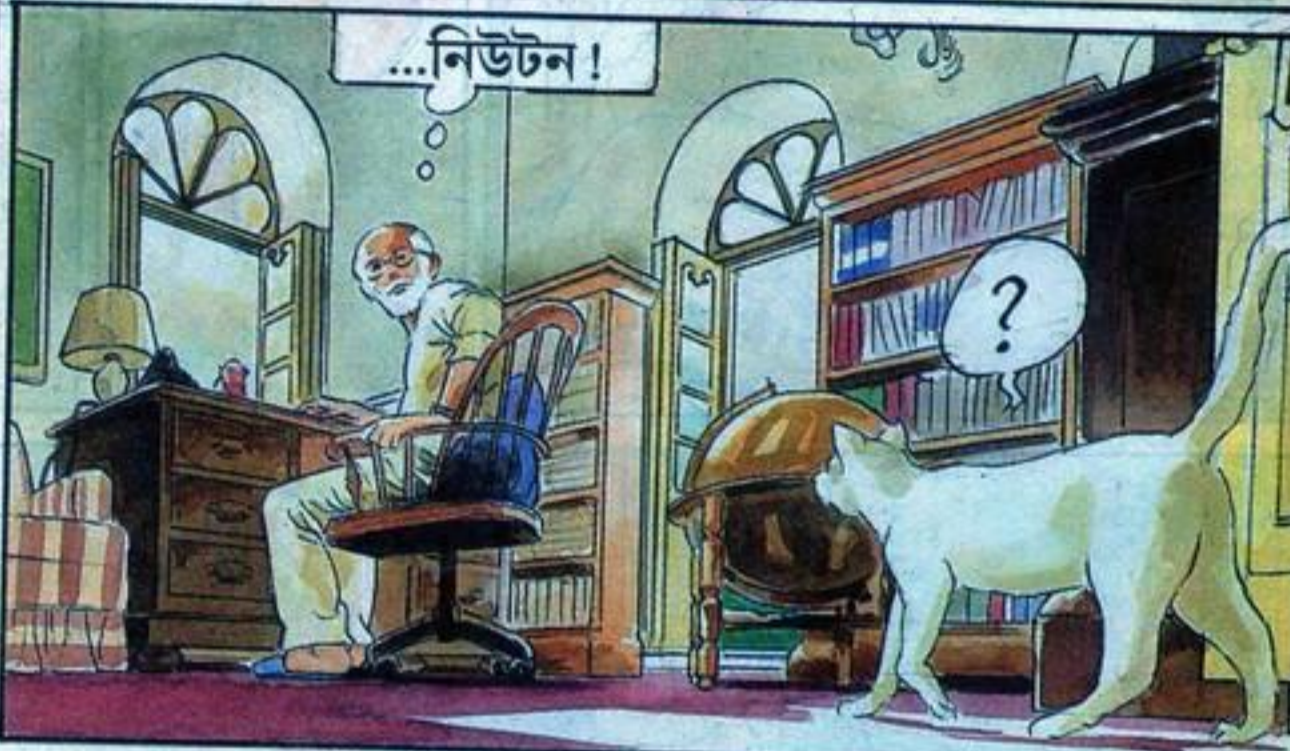


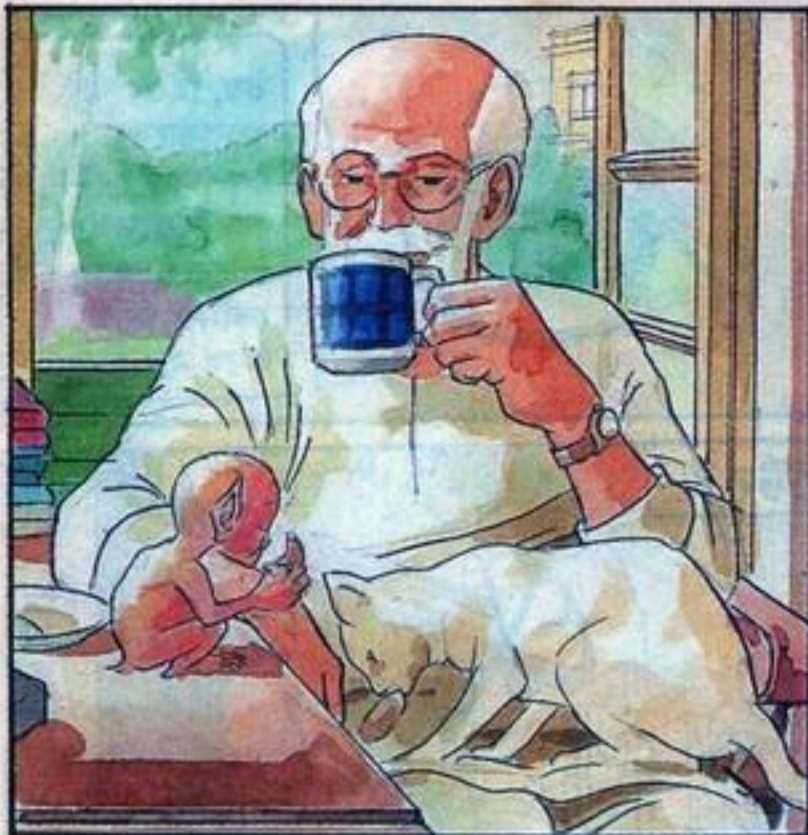


অদ্ভুত চাহনি!  
কোনও  
জানোয়ারের  
মধ্যে দেখেছি  
বলে মনে  
পড়ছে না।



ভয়, হিংস্র বা  
বুনোভাবের  
লেশমাত্র নেই।  
যেন বুঝতে  
পেরেছে আমি ওর  
কোনও ক্ষতি  
করব না। কিন্তু....

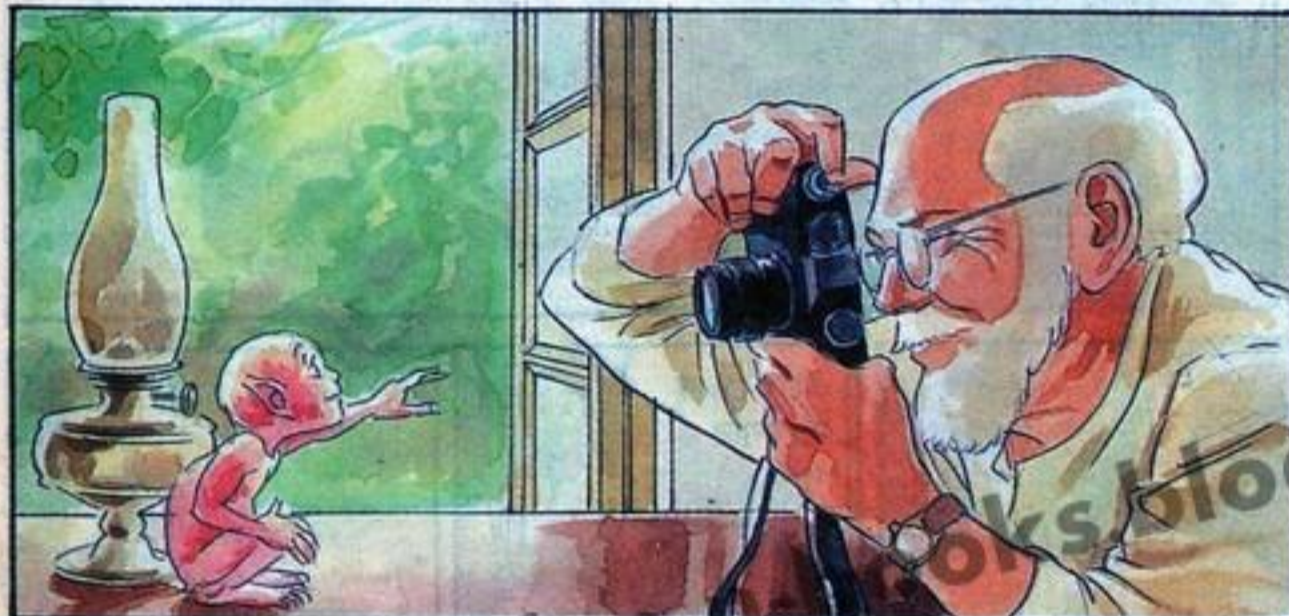




যাক, নতুন বন্ধুকে মেনে নিয়েছে।



সাড়ে ন ইঞ্চি।



চিনতে পেরেছে কি? তবে ছবিটা দেখছে। ...মস্তিক সজাগ।



আমার তৈরি ক্যামের্যাপিড।

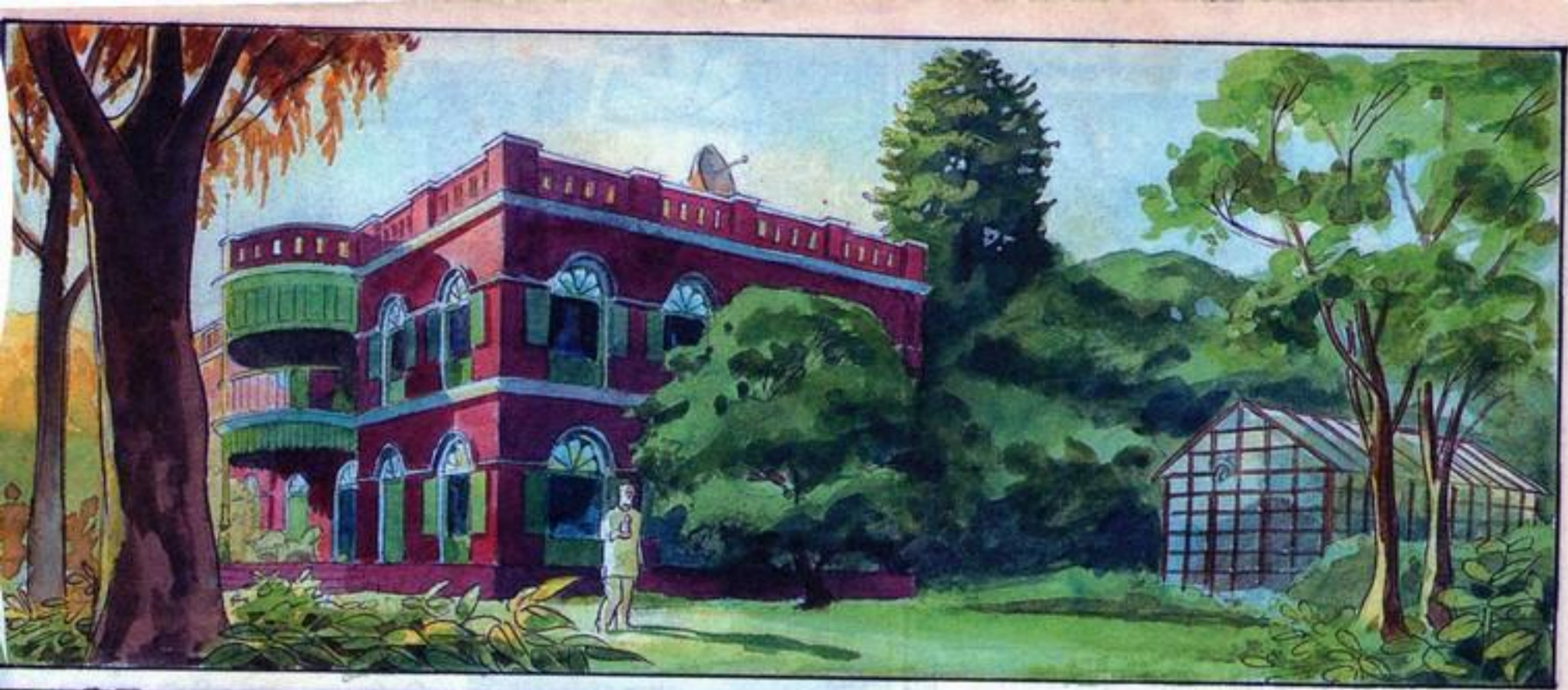
এর বয়স যাই হোক না কেন, এই মস্তিক বিকাশের জন্য চাই পুষ্টি।



...মাছটা বেছে দিতে সুবিধে হয়েছে।



...না, কোনও জানোয়ারের সঙ্গে মিল নেই।



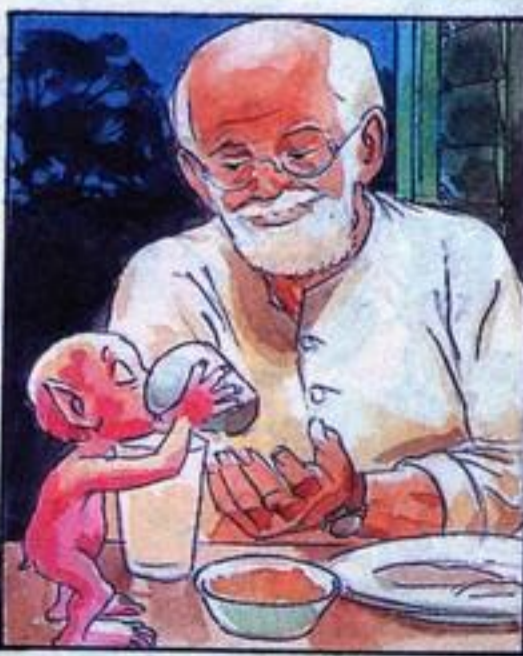
দু'পায়ে দাঁড়ানোর  
একটা টেভেলি  
রয়েছে।



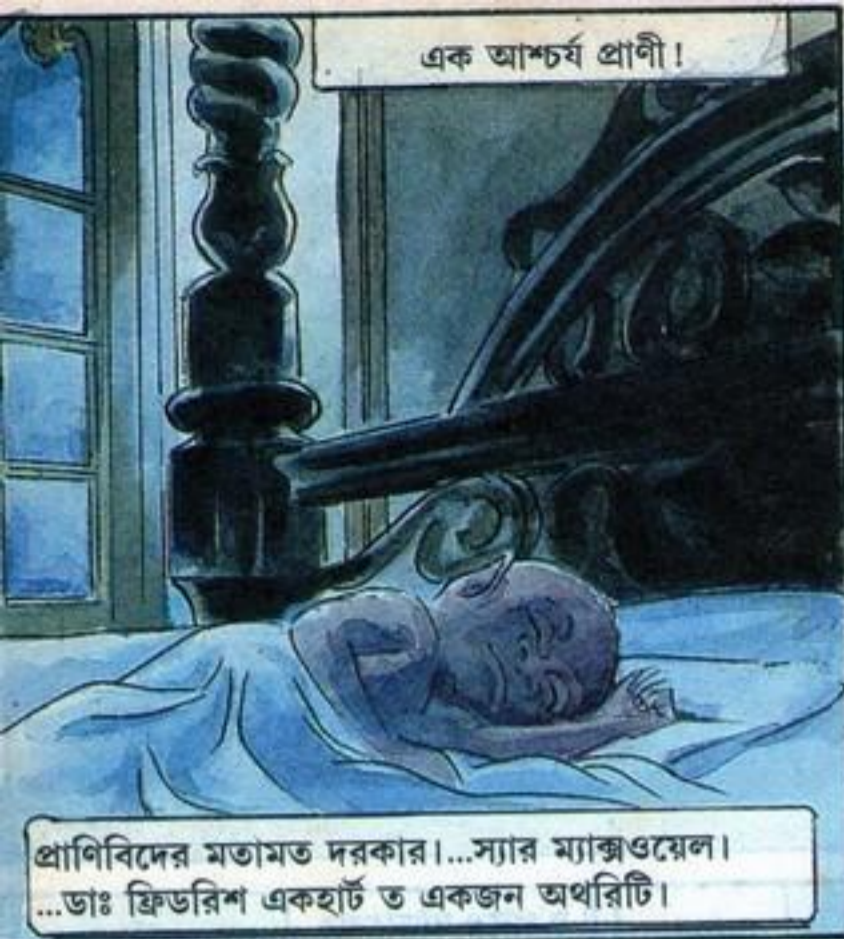
...শিম্পানজি,  
ওরাংউটানদের  
সময় সময়  
দু'পায়ে হাঁটতে  
দেখা যায়।



আপনাকে খেতে দেখেছে...  
দুখটা একটা ছোট গ্লাসে  
ঢেলে দে ত।



এক আশ্চর্য প্রাণী!



প্রাণিবিদের মতামত দরকার।...স্যার ম্যাক্সওয়েল।  
...ডাঃ ফ্রিডরিশ একহাট ত একজন অথরিটি।

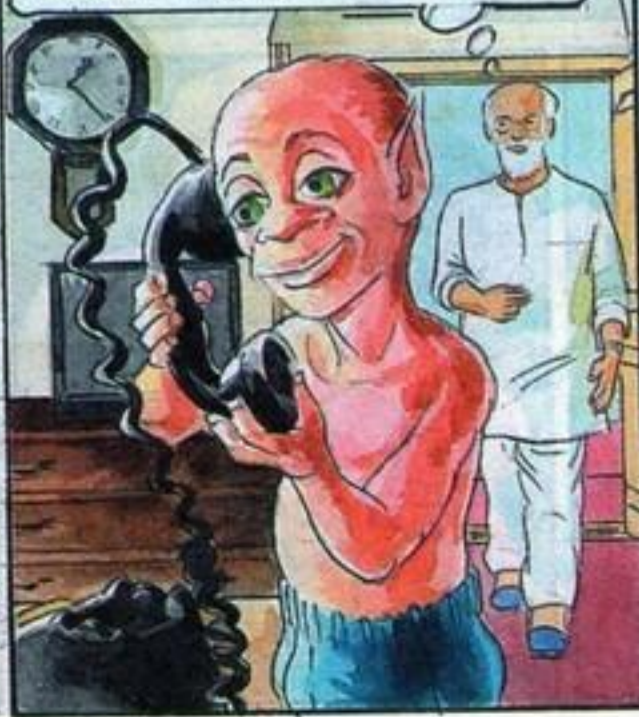


অকস্মাৎ আমার জীবনে এই নতুন সঙ্গীর  
আবির্ভাবে মন আজ সত্যিই প্রসন্ন।

গত পনেরো দিনে সাতাশ ইঞ্চি বেড়েছে।  
এ-জিনিস আমি দেখিনি!



জাতটাই বোবা। গত পনেরো দিনে  
একটা শব্দ করেনি।



আমি প্রোফেসর শঙ্কর  
সঙ্গে কথা  
বলতে চাই।

বলছি।

আমি ফ্রিডরিশ একহাট বলছি। তোমার চিঠি আর ছবি কাল সকালে পেয়ে আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি। কী আশ্চর্য এক প্রাণী যে তোমার হাতে এসে পড়েছে সেটা আমি পঞ্চাশ বছর পশু সম্বন্ধে চর্চা করে বুঝতে পারছি।



তোমাকে যে ছবিটা পাঠিয়েছি সেটা তুলি ওকে যেদিন পাই সেদিন। ৭ অগস্ট। এখন ওর উচ্চতা ছত্রিশ ইঞ্চি। ও এখন দু'পায়ে হাঁটে।



শুধু তাই নয়। ওর যা বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার ধারণা হয়েছে, ও এক অনন্যসাধারণ প্রাণী। তুমি দেখলে একই কথা বলবে।



আমি বৃদ্ধ হয়েছি। তাই তোমার দেশে গিয়ে ওকে দেখে আসা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু তুমি যদি ওকে নিয়ে আমার এখানে আসো তার খরচ বহন করতে আমি রাজি।



আমার আপত্তি নেই। তোমার প্রাইমেট নিয়ে গবেষণামূলক কাজ সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল।...তোমার মতামতটা খুব বড় ব্যাপার।



জেনে খুশি হলাম। আমি আপাতত অসুস্থ। ডাক্তার আমাকে দু'মাস বিশ্রাম নিতে বলেছে। যদি নভেম্বর মাসে আসতে পারো খুব ভাল হয়।



ঠিক আছে। ওর ব্যাপারে নতুন কিছু জানতে পারলে তোমায় জানাব।

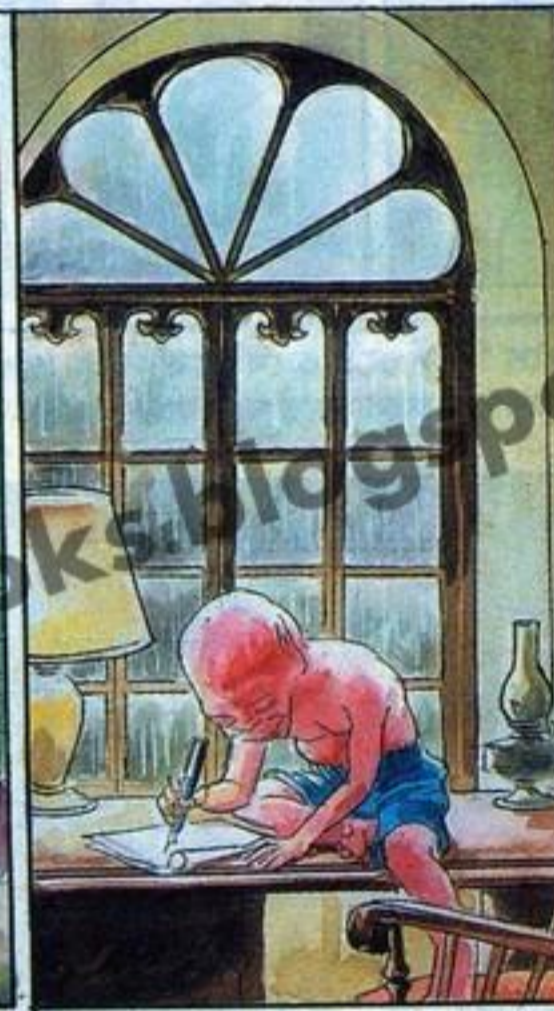
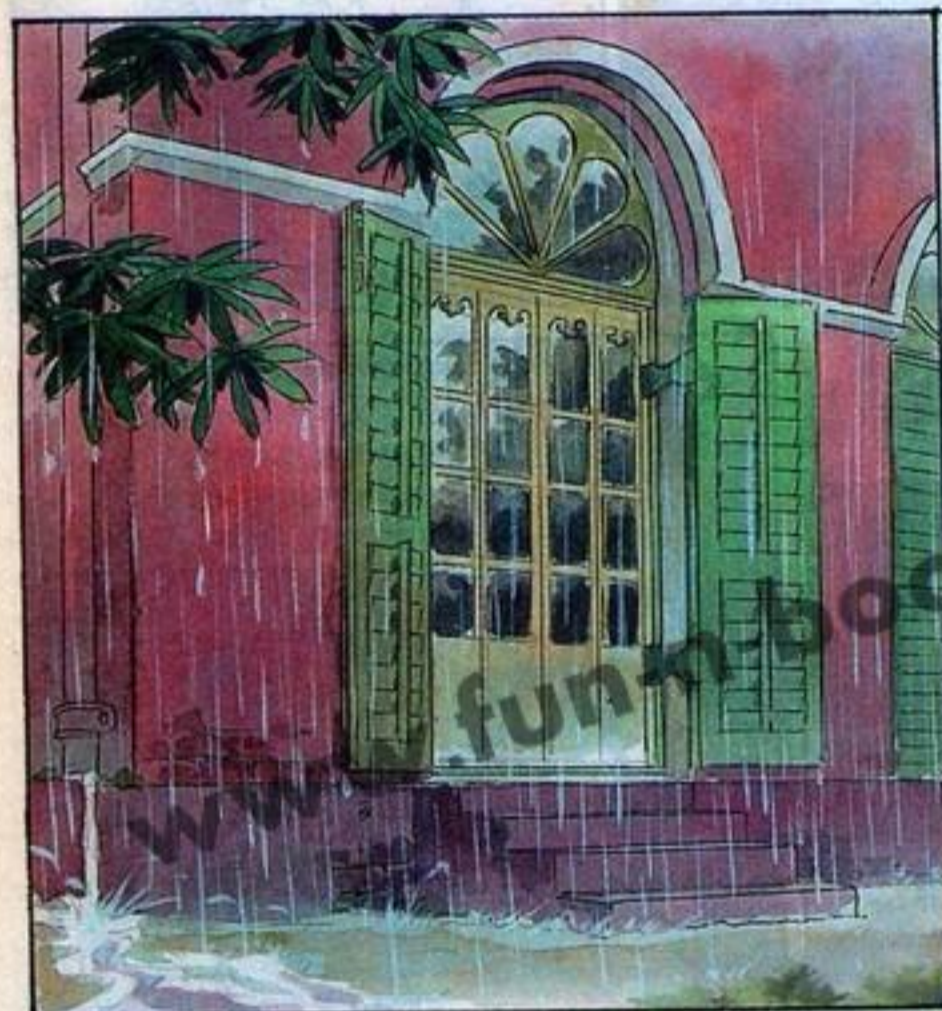
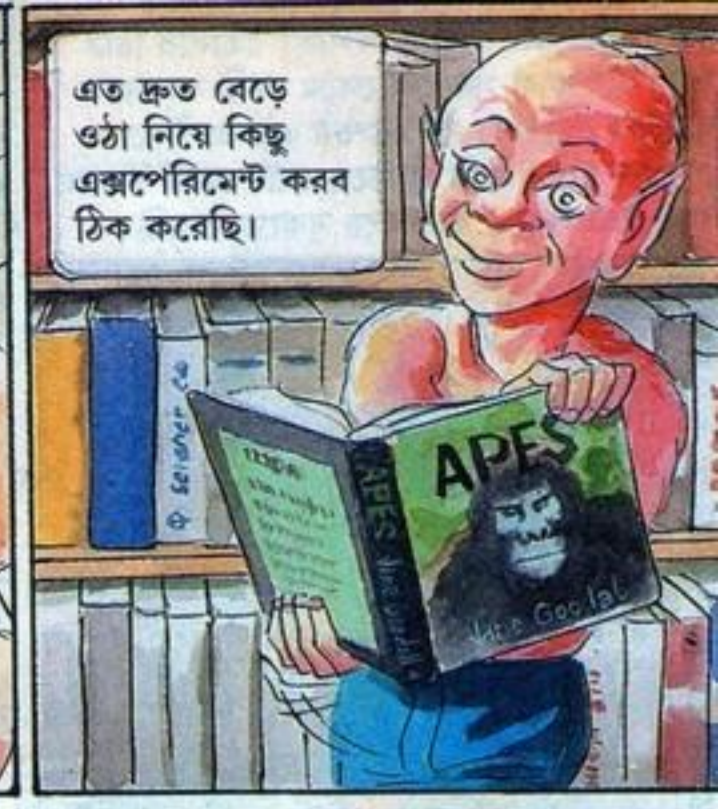


ল্যাব তৈরি স্যার।

আমি এঙ্কুনি আসছি, রোবু



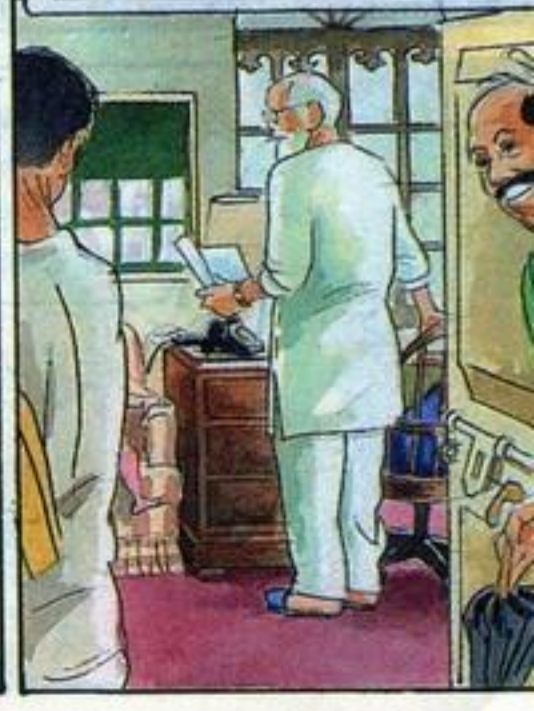
এত দ্রুত বেড়ে ওঠা নিয়ে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করব ঠিক করেছি।



আমার চল্লিশ বছরের প্রিয় ওয়াটারম্যান।



কই হে প্রহ্লাদ, কফি নিয়ে এসো।





এটি আবার কী বস্তু?

একটি আনকোরা  
নতুন জানোয়ার!  
এর নাম ইয়ে!



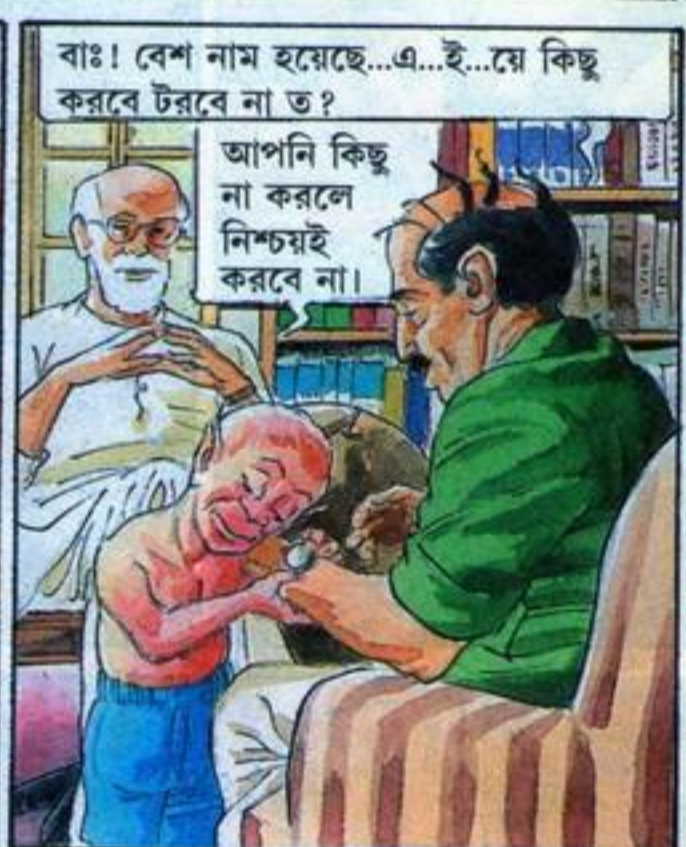
কী হল, মনে পড়ছে না  
নামটা?

বললাম ত  
ইয়ে।



ইয়ে?

ইয়ে। ইংরেজি  
E.A. অর্থাৎ  
একস্ট্রাডিনারি  
অ্যানিম্যাল।



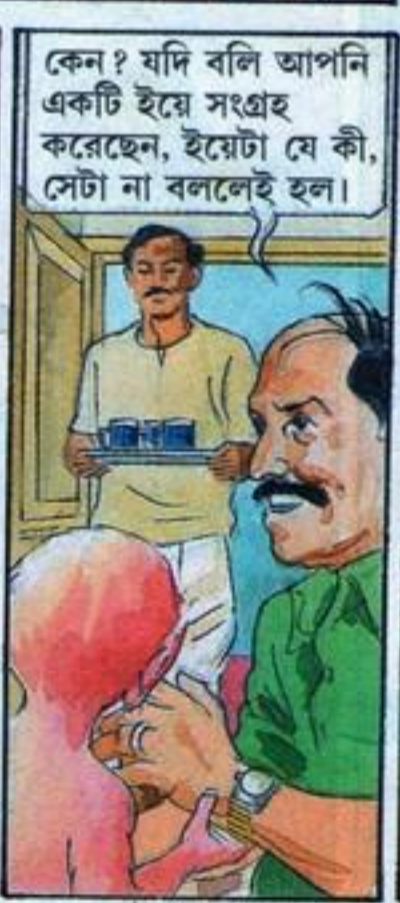
বাঃ! বেশ নাম হয়েছে...এ...ই...য়ে কিছু  
করবে টরবে না ত?

আপনি কিছু  
না করলে  
নিশ্চয়ই  
করবে না।



হঁ...তা এটাকে কি জুগার্ডেনে দিয়ে দেবেন?

এখানেই রাখব এবং  
একটা অনুরোধ  
করব। এর  
ব্যাপারে কাউকে  
কিছু বলবেন না।



কেন? যদি বলি আপনি  
একটি ইয়ে সংগ্রহ  
করেছেন, ইয়েটা যে কী,  
সেটা না বললেই হল।

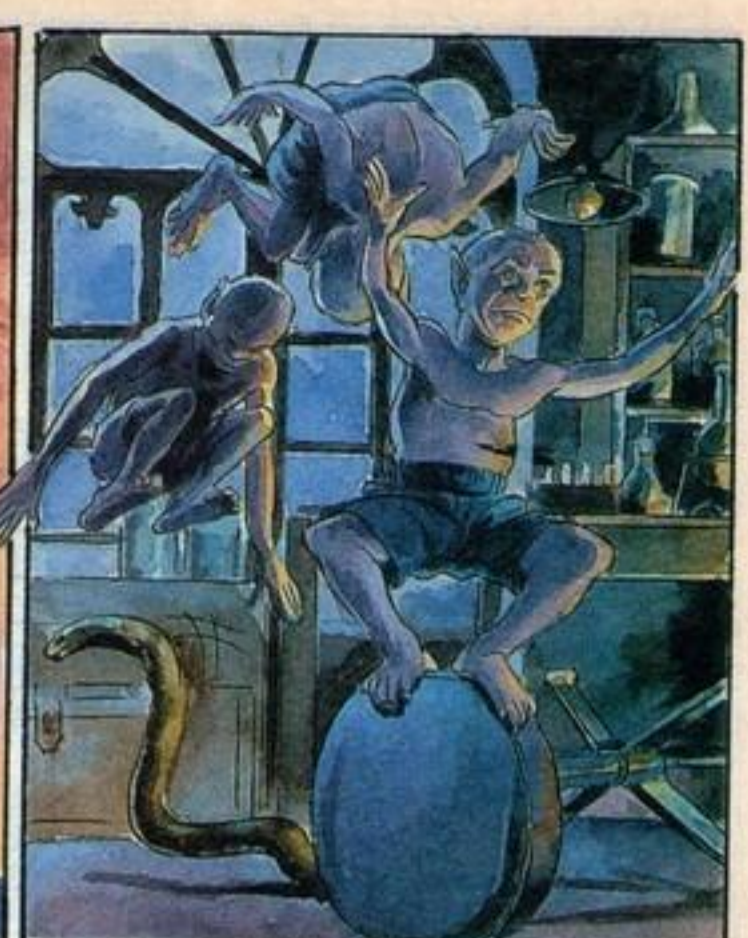


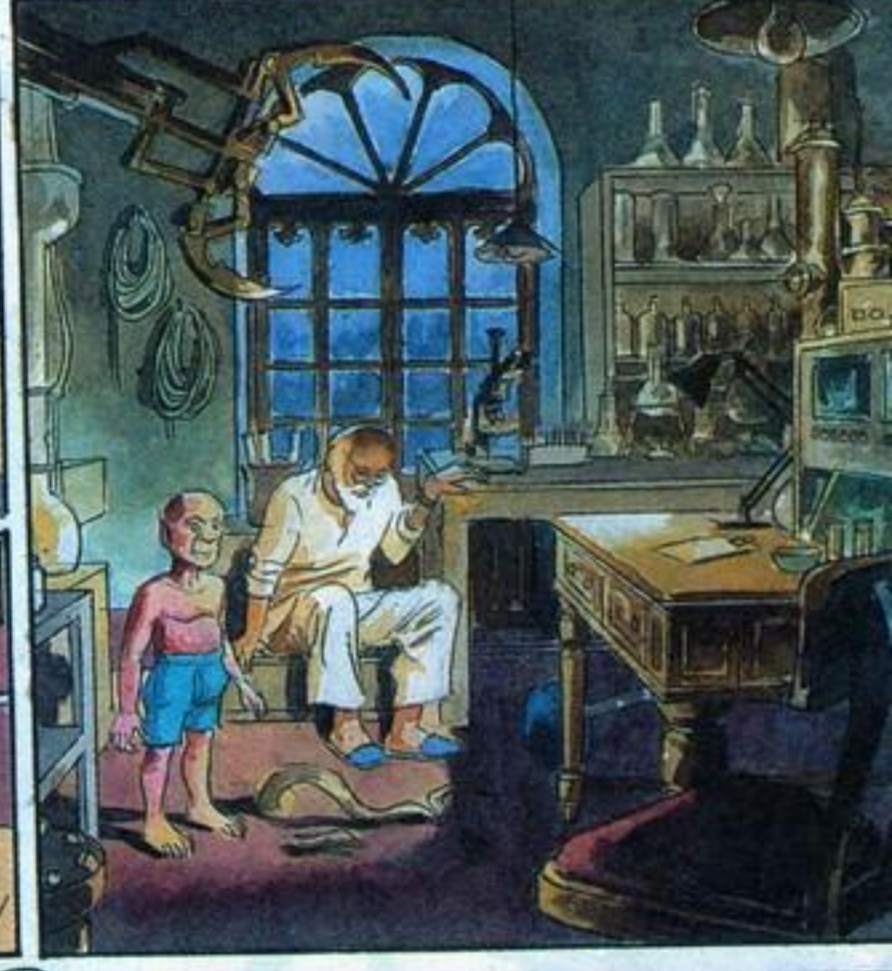
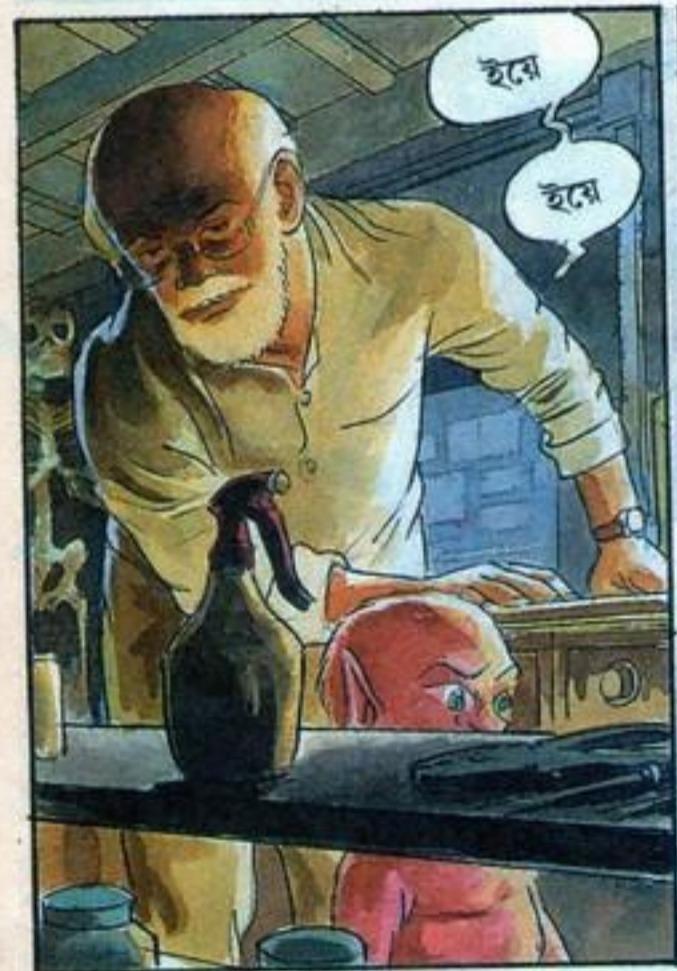
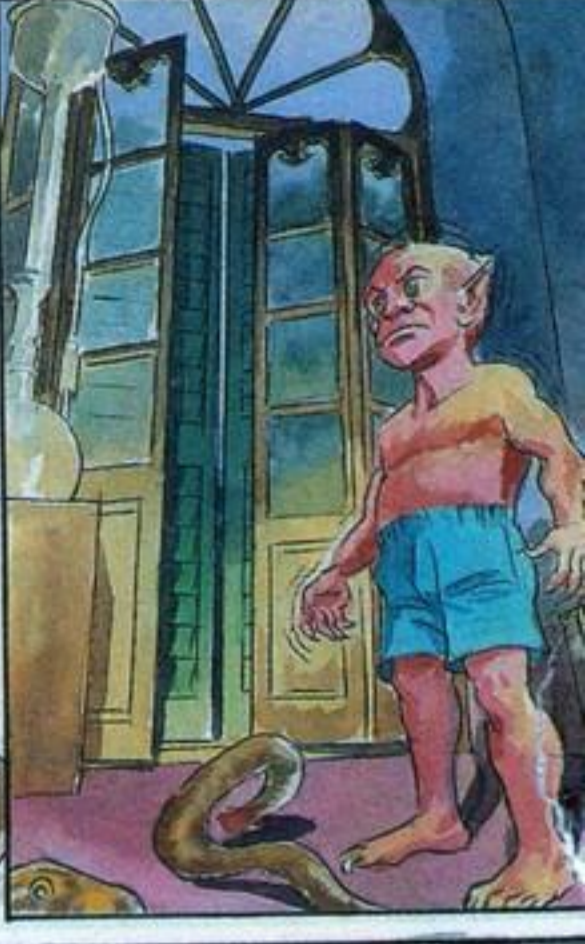
এটা চলতে পারে।



বোবো!

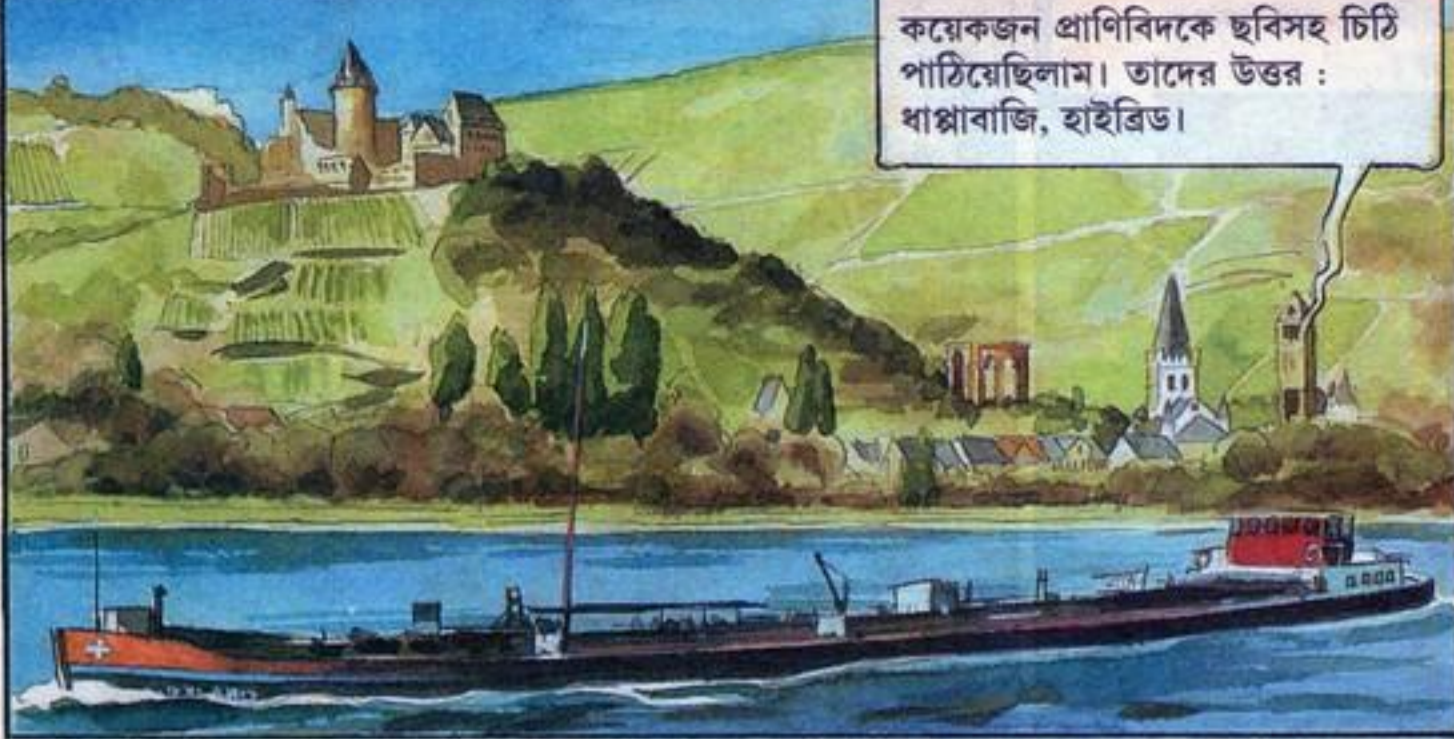






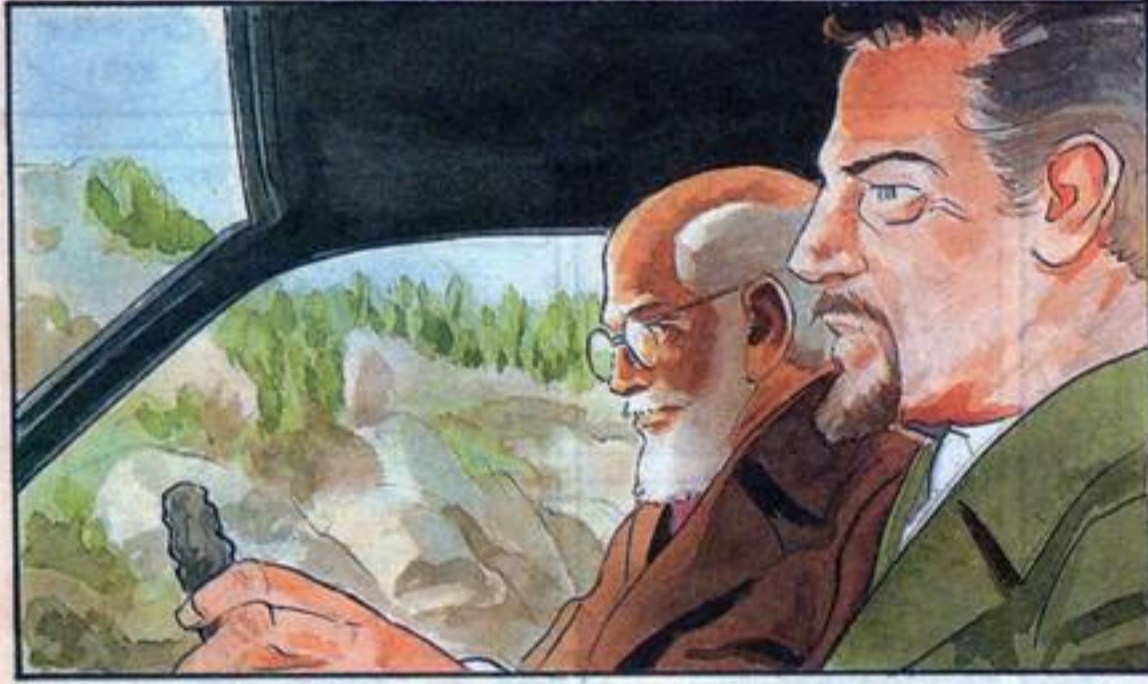
আশি বছরের অভিজ্ঞ প্রাণিবিদ এর কোনও  
কিনারা করতে পারবে কি?





কয়েকজন প্রাণিবিদকে ছবিসহ চিঠি পাঠিয়েছিলাম। তাদের উত্তর : ধাপ্লাবাজি, হাইব্রিড।

আসলে কী জানো শঙ্কু, প্রাণিজগৎ এক বিস্ময়ভরা জগৎ...একটু খোলা মন নিয়ে দেখতে হয়।



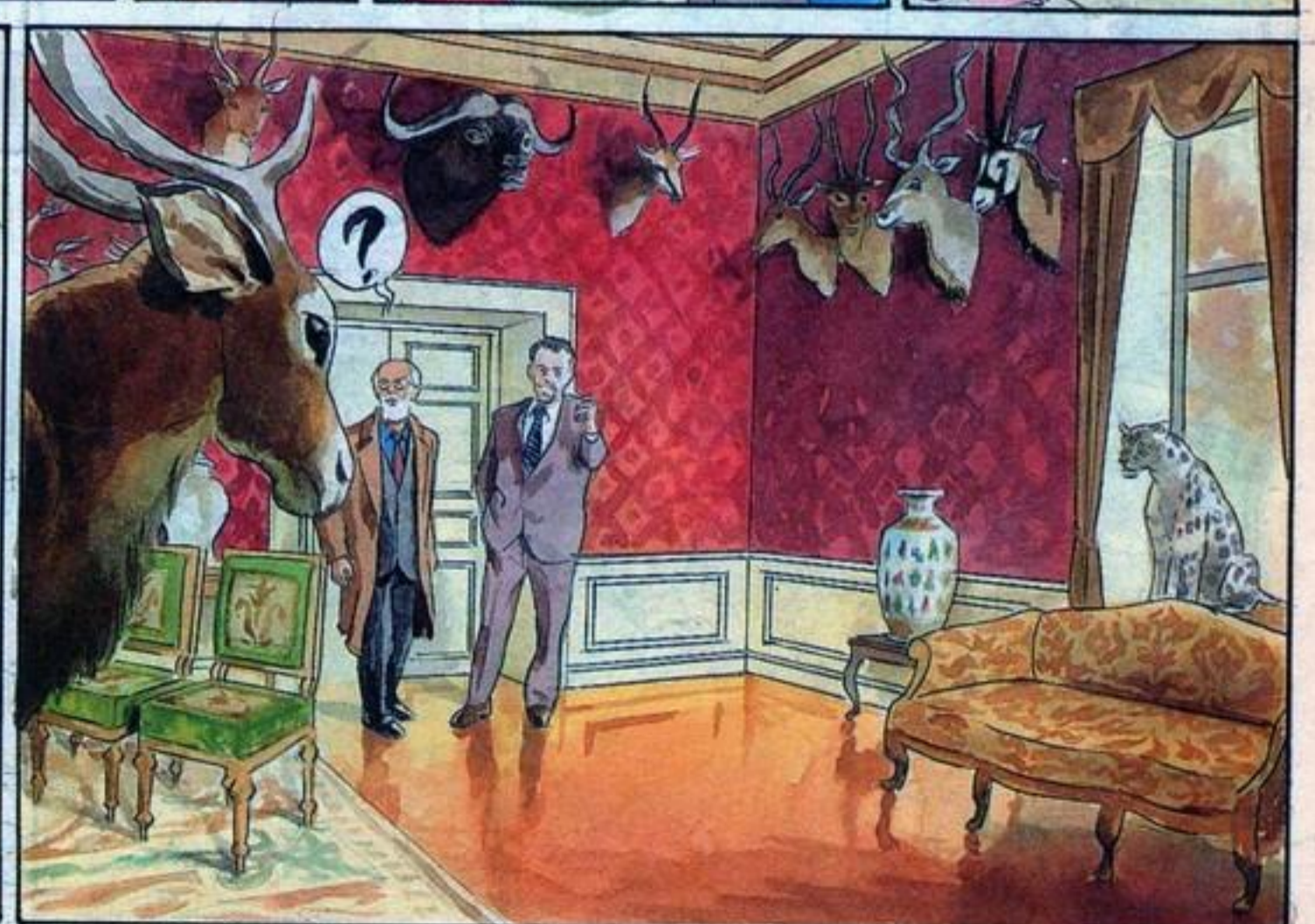
বিউটিফুল হাউস!



তোমাকে দেখে পঞ্চাশ-বাহার... বেশি মনে হয় না।  
জার্মানির আবহাওয়ার গুণ।



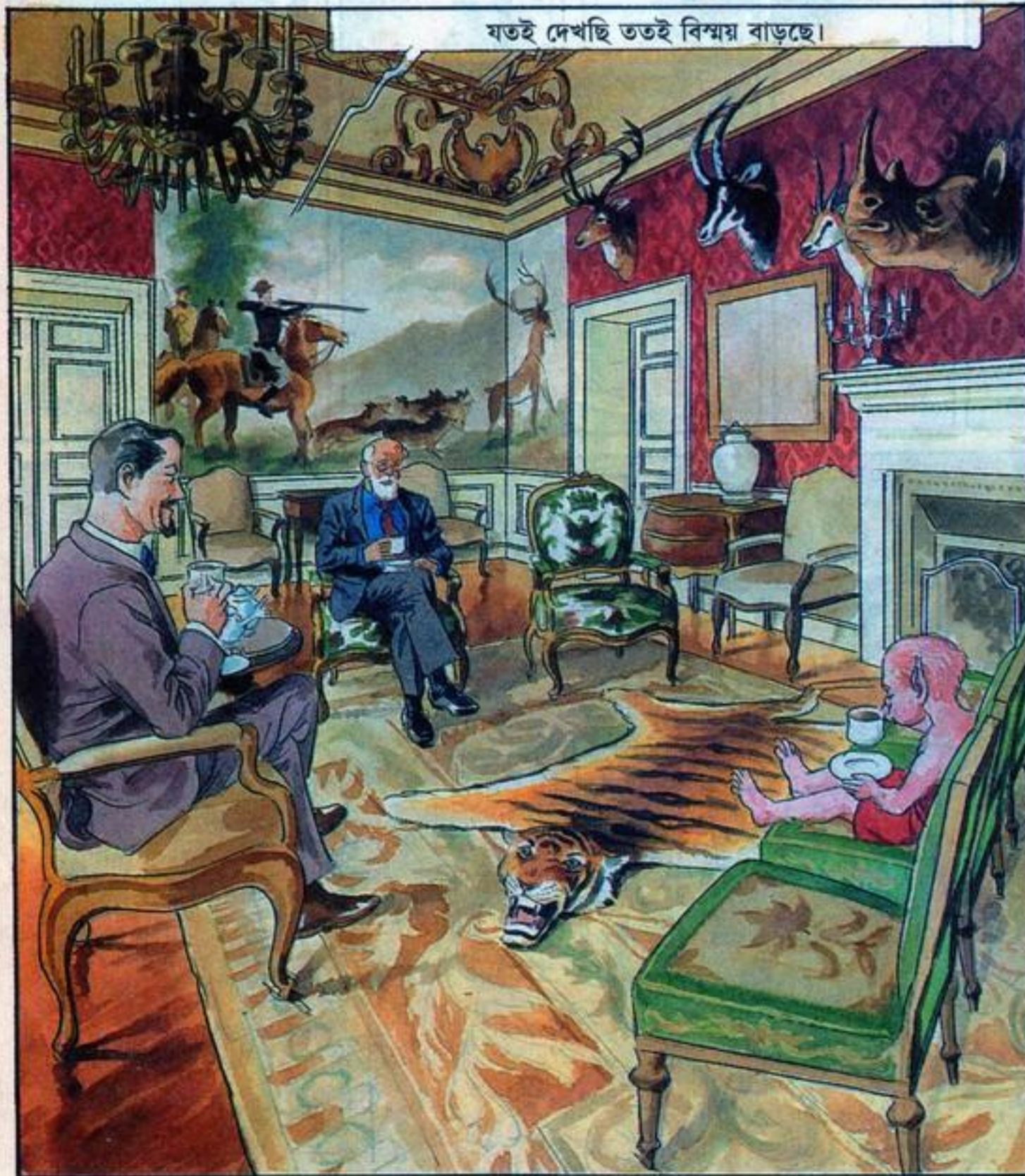
আমার স্ত্রী মারা গেছে। কাজের লোকজন... সেক্রেটারি মিস এরিকা ওয়াইস আছে।...অ্যান্ড মাই পেটস হানসেল অ্যান্ড গ্রেটেল।



আমার বাবা ছিলেন নামকরা  
শিকারি... এই নিয়ে  
তাঁর সঙ্গে বিস্তর  
কথা-কাটাকাটি  
হয়েছে।



যতই দেখছি ততই বিস্ময় বাড়ছে।



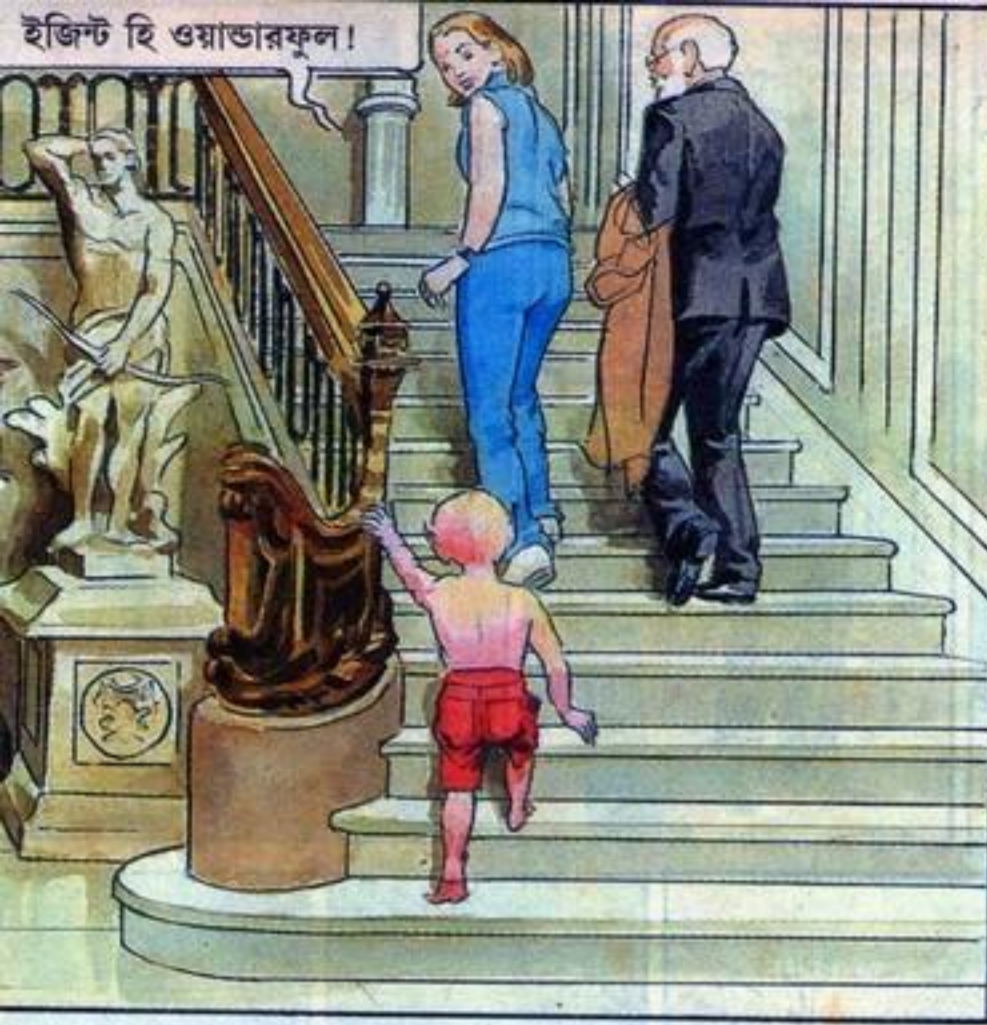
এই বয়সে  
এমন স্বাস্থ্য!  
আলাপ আর-  
একটু জমলে  
জিগোস করব।



আজ বিশ্রাম করো।  
এরিকা তোমাদের ঘর  
দেখিয়ে দেবে। কাল  
ব্রেকফাস্টে আমার  
এক পশুপ্রেমিক  
বন্ধুর সঙ্গে  
তোমার আলাপ  
হবে।



ইজিট হি ওয়াভারফুল!



ও কী খাবে?



আমরা যা খাই তাই খাবে। ওকে নিয়ে চিন্তা নেই।



আর কিছু বলার আছে কি?

না, ভাবছিলাম...তোমার কাছে অস্ত্র আছে?



কেন, চোর-ডাকাতির উপদ্রব...

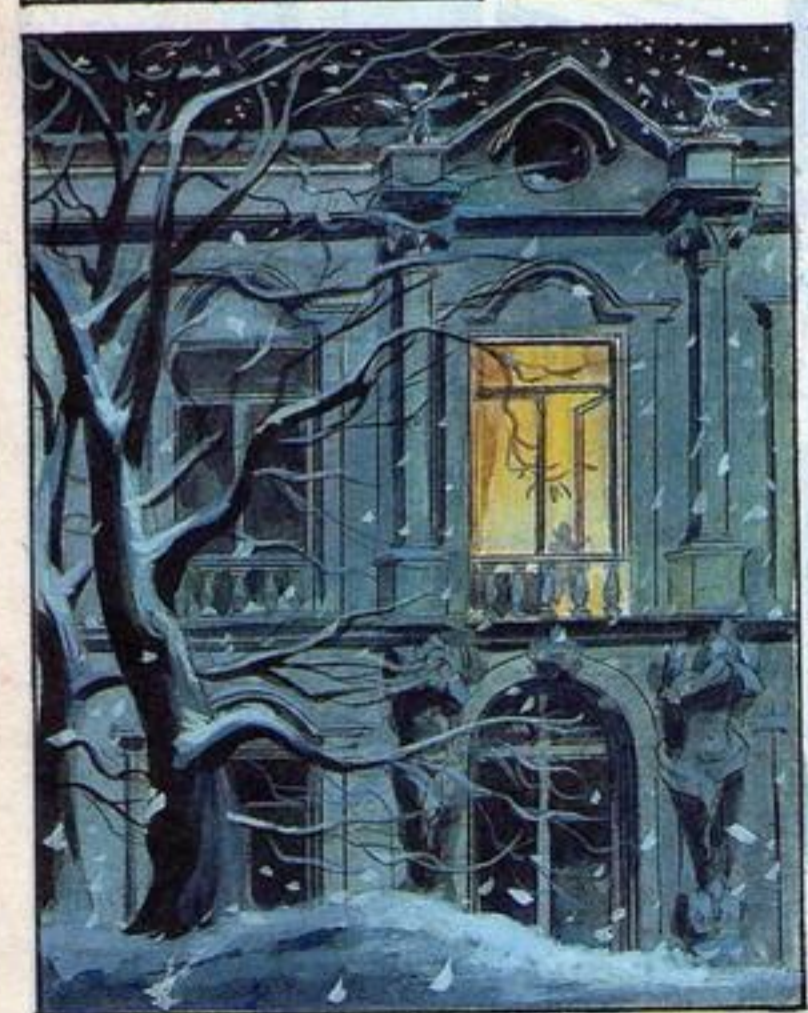
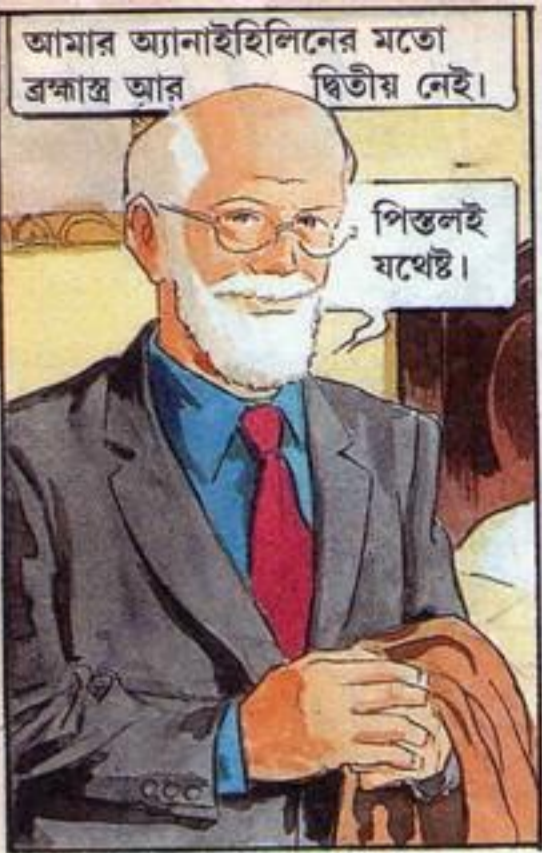
না, তা নয়, মানে তোমার জন্তুর ত একটা প্রোটেকশন দরকার...এমন আশ্চর্য



ভয় নেই। আমার পিস্তল আছে।

পিস্তল?







কাসপার মাল্টিমিলিয়ন হেলব্রোনার...  
প্রোফেসর শঙ্কু।

হ্যালো।



কাসপার  
জন্তুজানোয়ার  
সম্পর্কে বিশেষ  
উৎসাহী।

উৎসাহী?



হোয়াট এক্সকুইজিট ফার।  
যেখান থেকে একে পাওয়া  
গেছে সেখানে  
আরও জানোয়ার  
পাওয়া গেলে  
ওয়ান ক্যান  
মেক আ  
মিলিয়ান।



পাওয়া যায়নি। প্রোফেসর শঙ্কু বলছিল...

তাই যদি হয়, দেয়ার ইজ  
মোর দ্যান ওয়ান ওয়ে টু  
স্কিন আ ক্যাট। ওকে  
দেখেই বুঝেছি, হি ইজ  
বর্ন টু বি আ স্টার।



এ ক্ষেত্রে তুমি ত  
অনেকটা কাজ করেই  
রেখেছ। এ যে  
শিম্পাঞ্জিকেও হার  
মানায়।



আমি কিছু শেখাইনি। ওর  
পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণের  
ক্ষমতা অসাধারণ।



পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়া  
এর কোনও নমুনা দেখাতে পারো কি?

আমি ত ওকে ডিমনস্ট্রেশন দেবার  
ন্যা আনিনি। সেটা যদি তোমার  
মনে আপনা থেকেই ঘটে তা হলেই  
দেখতে পাবে।



আর এই অভিনব আত্মরক্ষার ব্যাপারটা...?

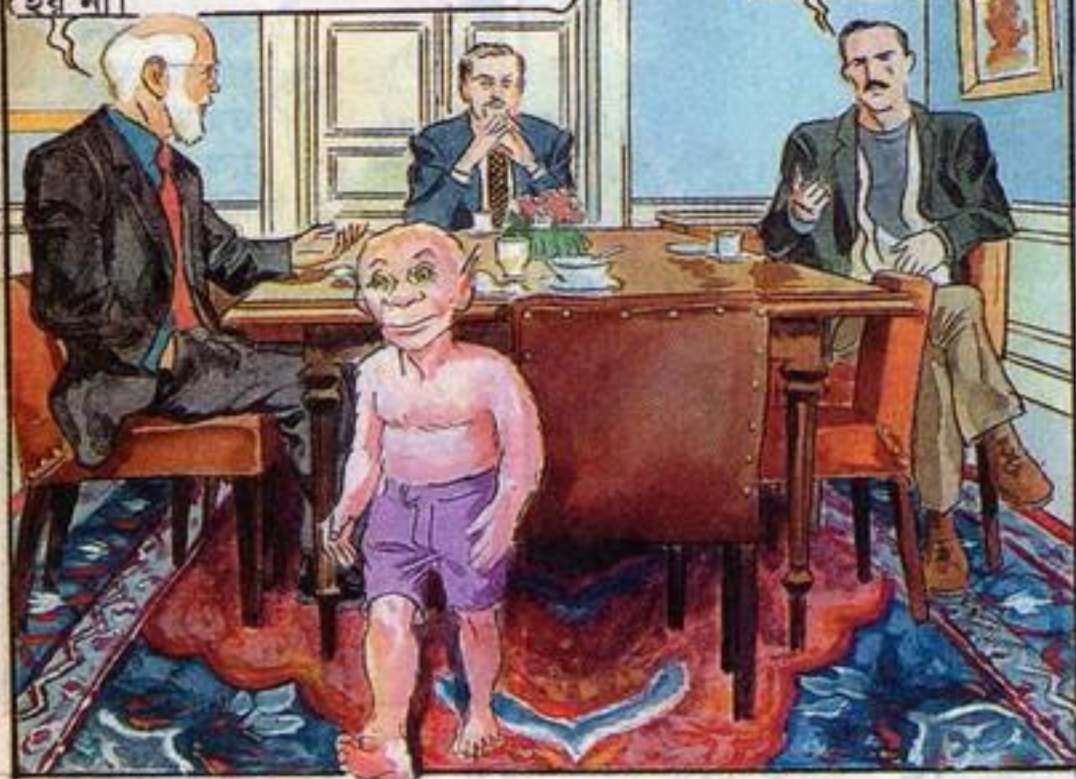
হাউ



তার দুটো পরিচয় আমি পেয়েছি।  
যুদ্ধে ও গোখরো সাপকে পরাজিত  
করে। আর শীতের উপযুক্ত করে  
নিয়েছে সে ত দেখতেই পাচ্ছ।

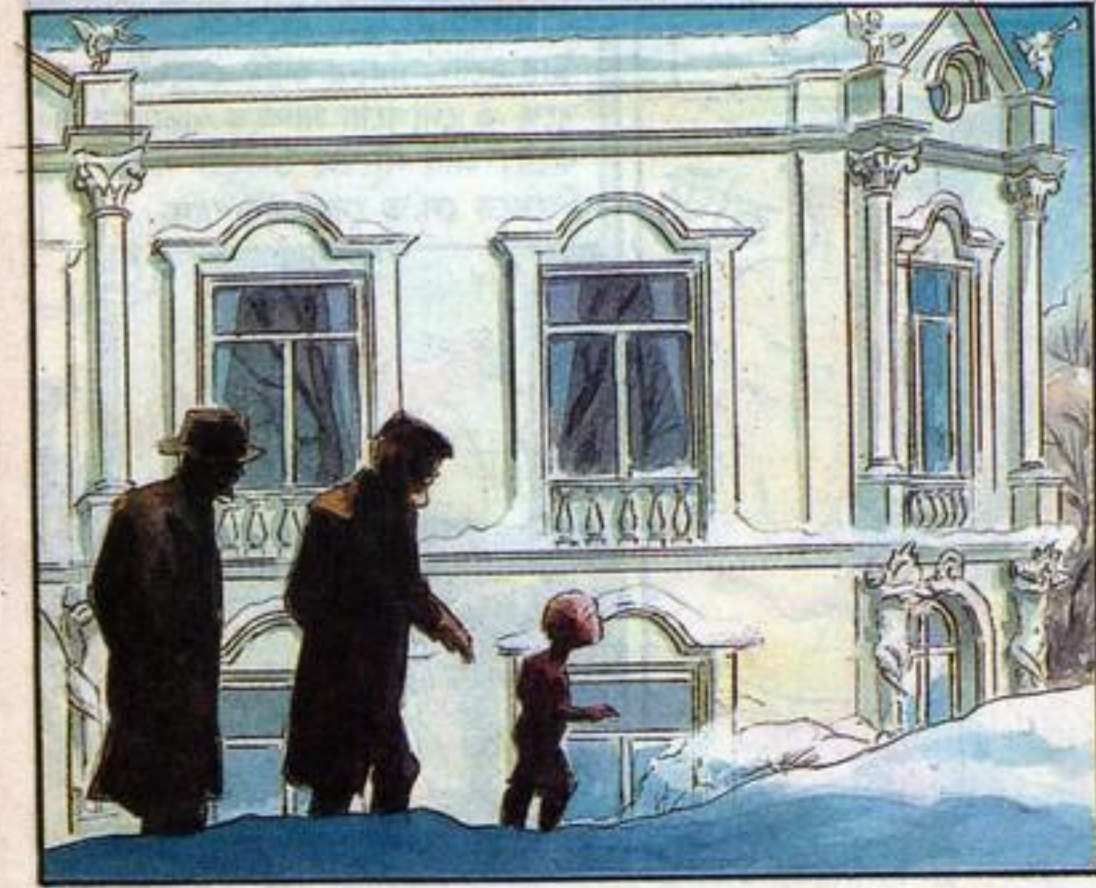
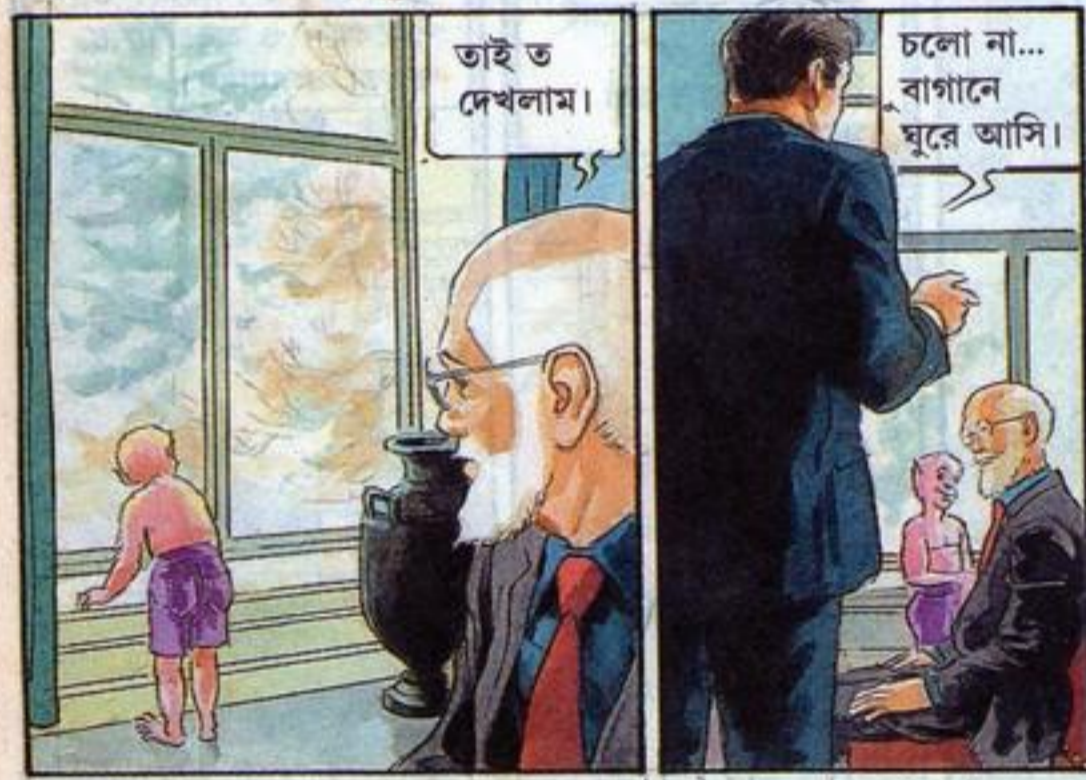
এভলিউশনের মাধ্যমে পরিবর্তন হতে  
লাগে বছকাল। অ্যান্ড থু  
জেনারেশনস...সেটা চোখের নিমেষে  
হয় না।

কিন্তু এর ক্ষেত্রে  
সেটাই হয়েছে?



তাই ত  
দেখলাম।

চলো না...  
বাগানে  
ঘুরে আসি।



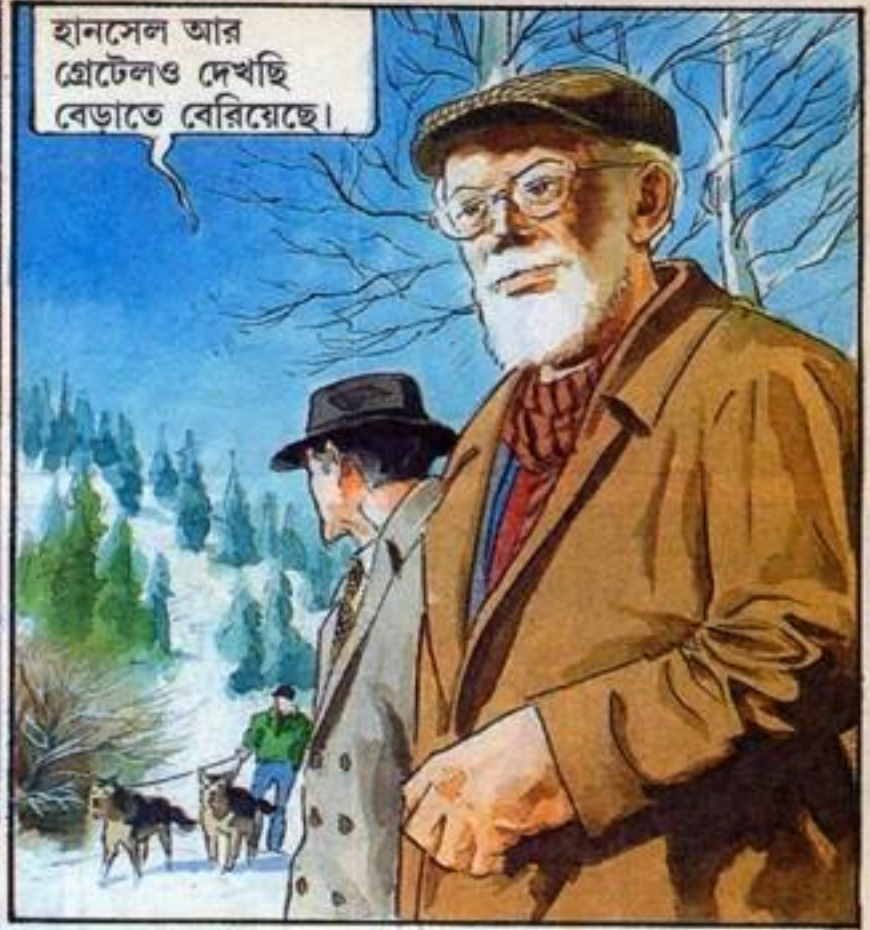
ডাঃ একহাট...



শাণীদের মধ্যে রূপ বদলানোর এই যে...



হানসেল আর গ্রেটেলও দেখছি বেড়াতে বেরিয়েছে।



হাউ হাউ



গঁ র র র র







...আর একটা?



ওই যে...কিন্তু এখনও ইয়াকে খুঁজে পায়নি?

আশ্চর্য!



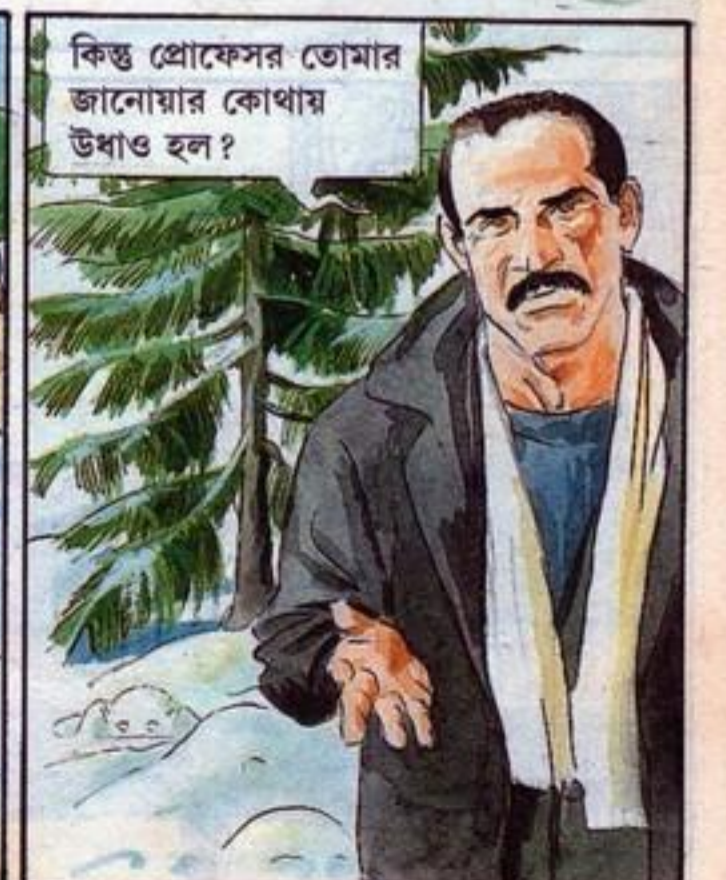
দে বোথ লুক কনফিউসড।



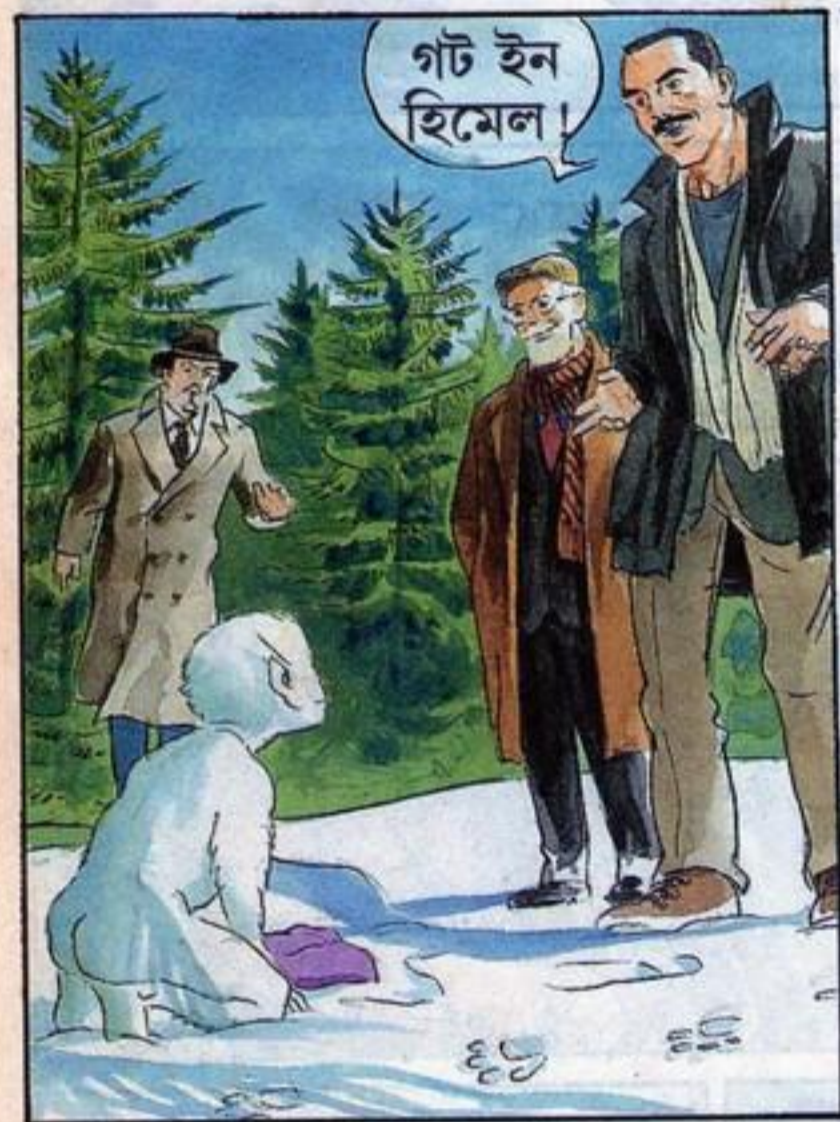
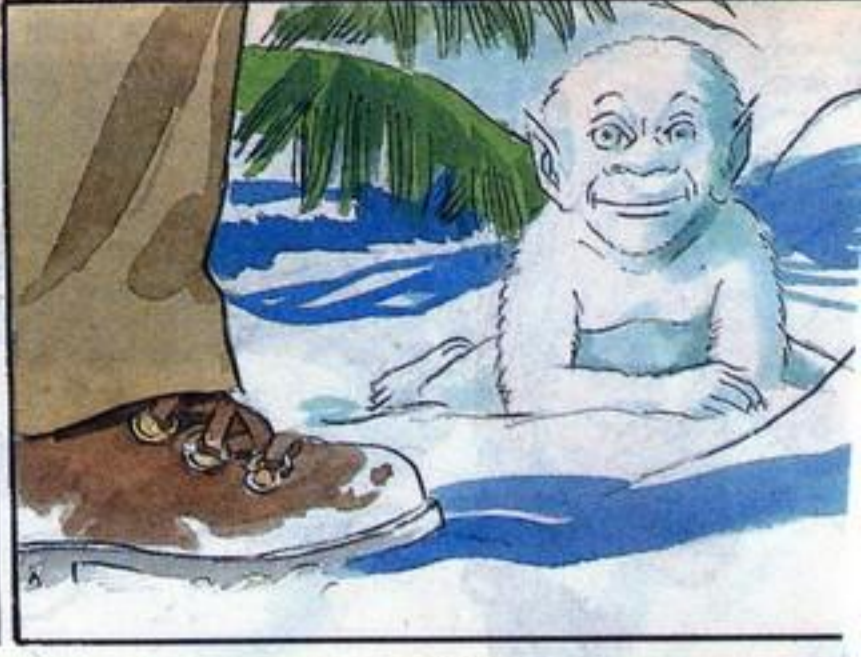
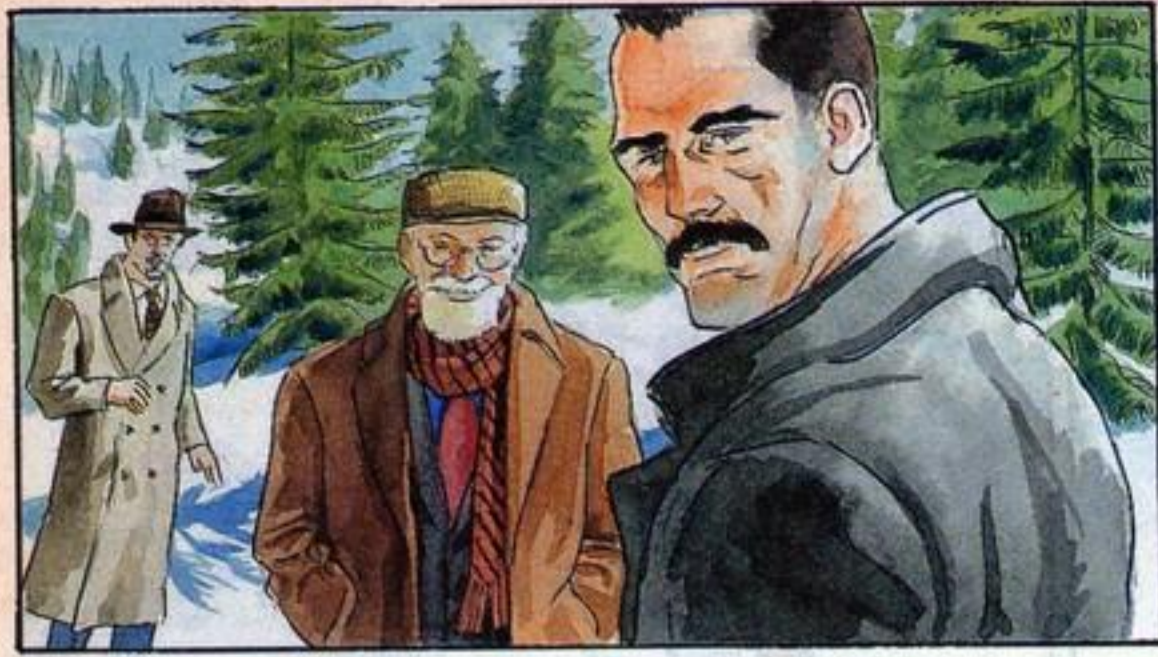
গাছে উঠল...মনে ত হয় না। অথচ এখানেই ত লাফিয়ে পড়ল।



ওদের নিয়ে যাও।



কিন্তু প্রোফেসর তোমার জানোয়ার কোথায় উধাও হল?



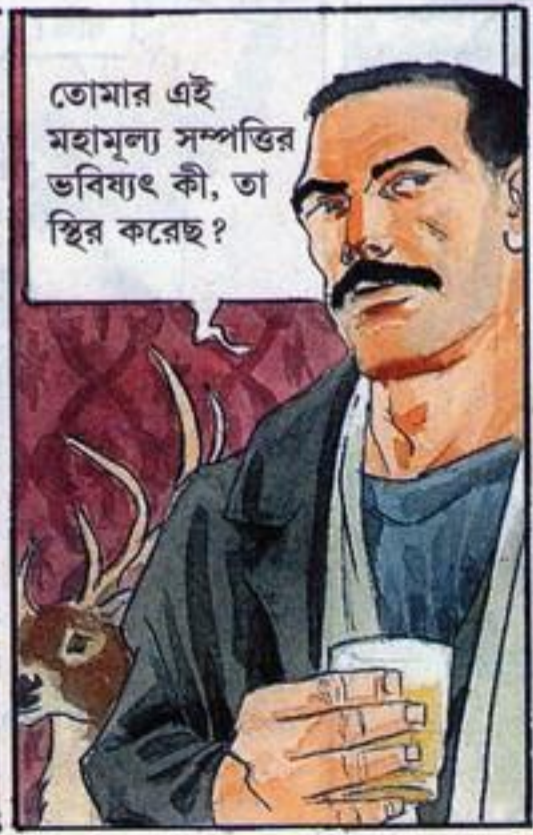
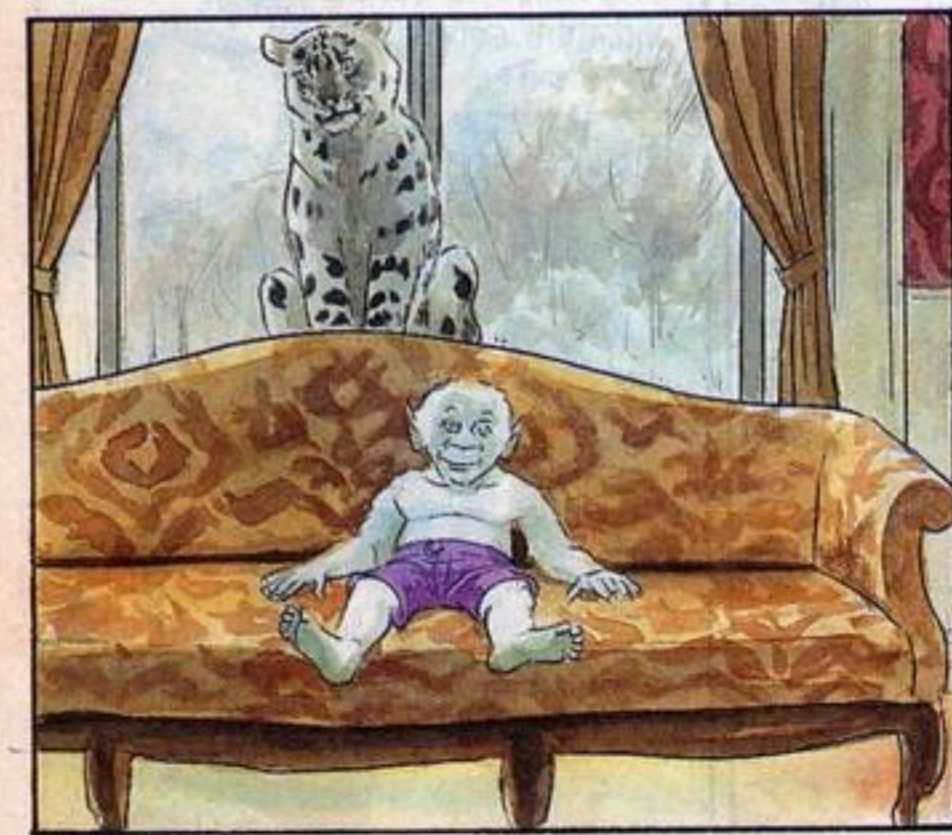
গট ইন হিমেল!



কুকুরের ঘ্রাণশক্তিকেও শোকা! হানসেল আর গ্রটেল এত কাছে এসেও ওর গন্ধ পায়নি।



কোনও ফুটপ্রিন্টও ছিল না, যেখানে পড়েছে সেখানেই শুয়ে ছিল।



তোমার এই মহামূল্য সম্পত্তির ভবিষ্যৎ কী, তা স্থির করেছ?

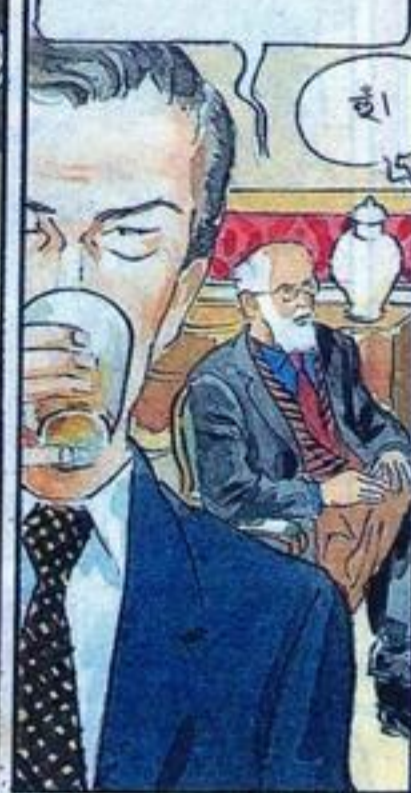


ও আমার সঙ্গী। আমার কাছেই থাকবে।

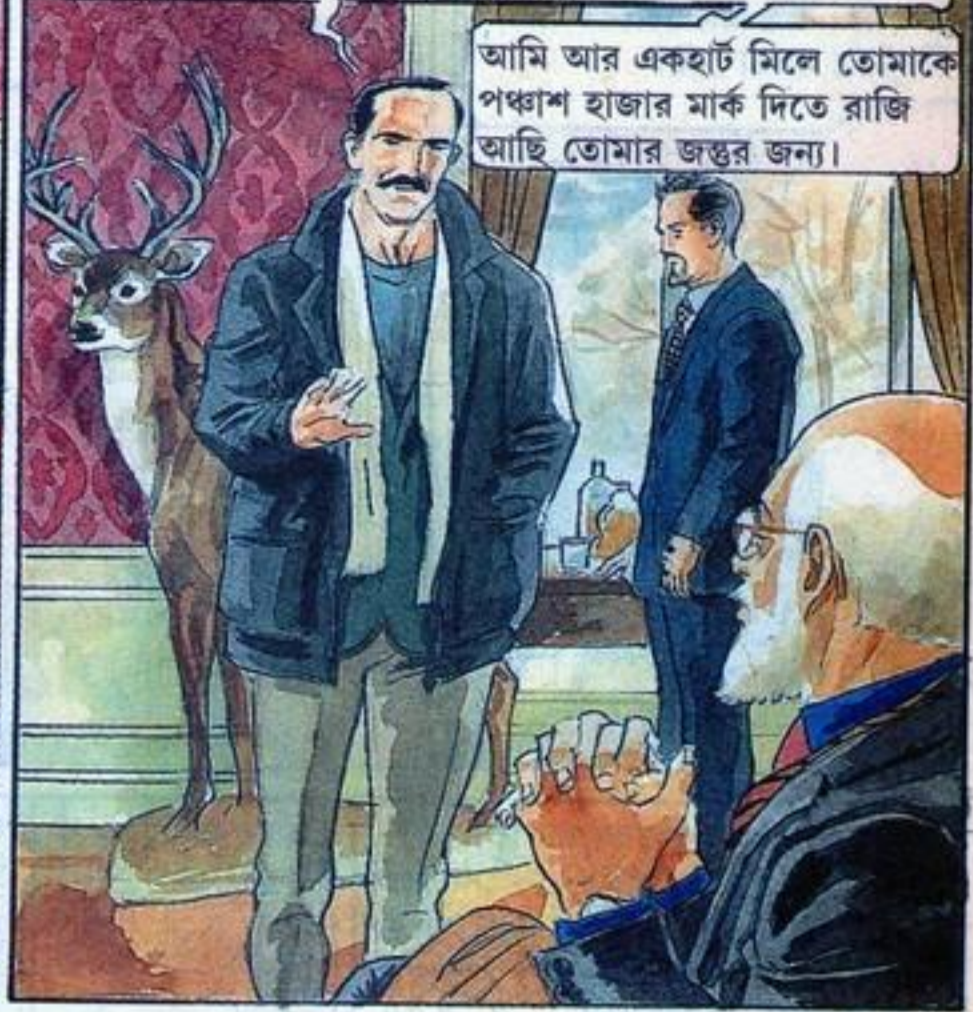
কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিশ্বের  
প্রাণিবিদদের প্রতি তোমার কোনও  
দায়িত্ব নেই!...লুকিয়ে রাখবে ওকে?



তা হলে এখানে এনেছি  
কেন? ভবিষ্যতে কেউ  
দেখতে চাইলে আমার  
বাড়িতে আসতে পারে।  
...এনে কী হল দেখলে  
ত?

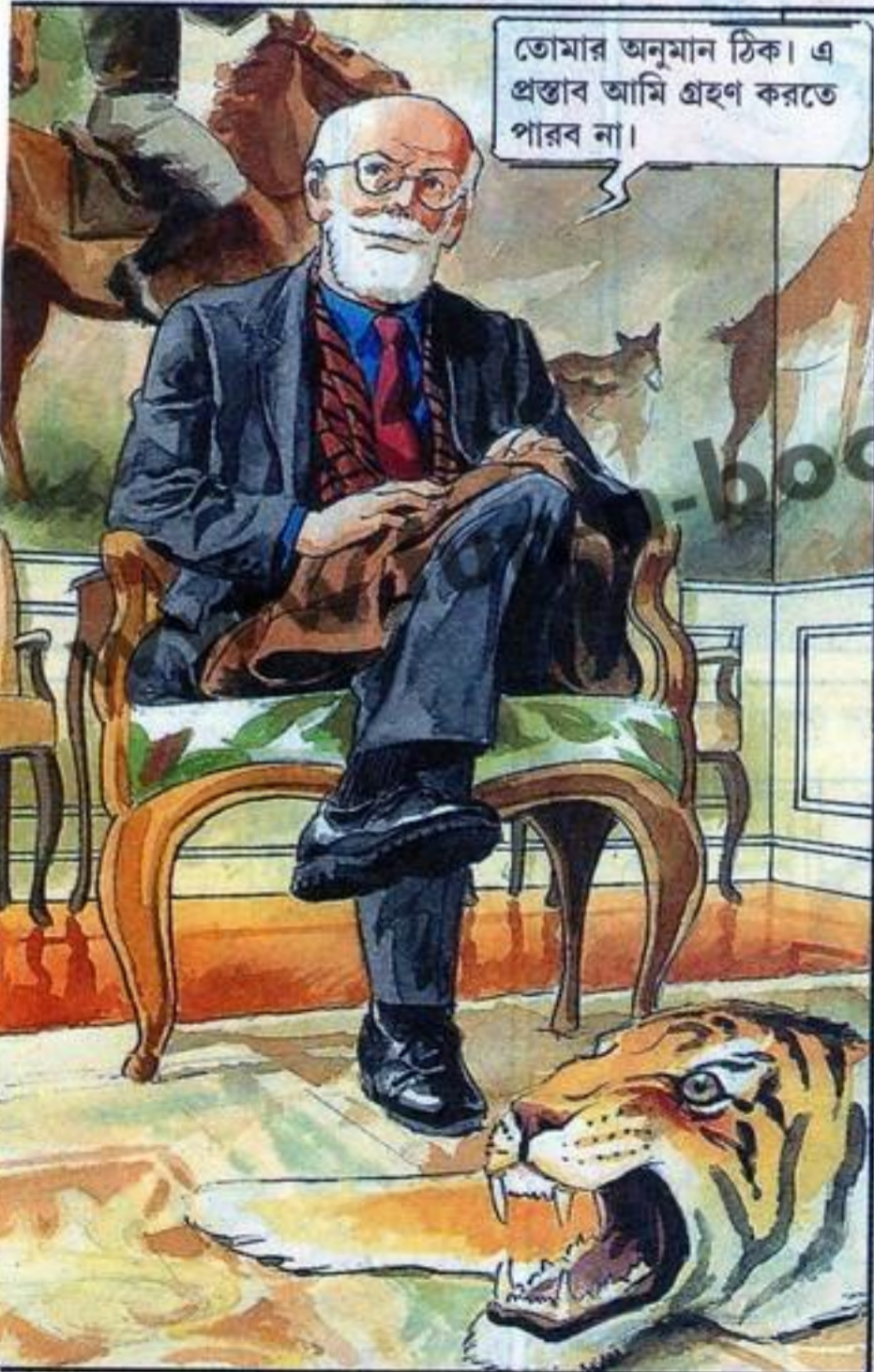


ওয়েল প্রোফেসর, আমি এবার চলি। তবে একটা প্রস্তাব  
ছিল...বোধ হয় তুমি গ্রহণ করবে না।



আমি আর একহাট মিলে তোমাকে  
পঞ্চাশ হাজার মার্ক দিতে রাজি  
আছি তোমার জন্তুর জন্য।

তোমার অনুমান ঠিক। এ  
প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে  
পারব না।



তোমায় কিছু কথা  
বলতে চাই।

প্রাণিবিদ একহাট  
মারা গেছে এক মাস  
আগে।



তার সঙ্গেই তোমার যোগাযোগ  
হয়েছিল প্রথমে। এ তার ছেলে।  
শিকারি। জন্তু-জানোয়ারের প্রতি  
বিন্দুমাত্র মমতা নেই।



তুমি চলে যাও। তোমার  
টিকিট করে দেব। এখানে  
নিরাপদ নয়।



কিন্তু তা হলে তুমি  
কার সেক্রেটারি?

ওর বাবার। কতগুলো কাজ শেষ করে এক  
সপ্তাহের মধ্যেই চলে যাব।

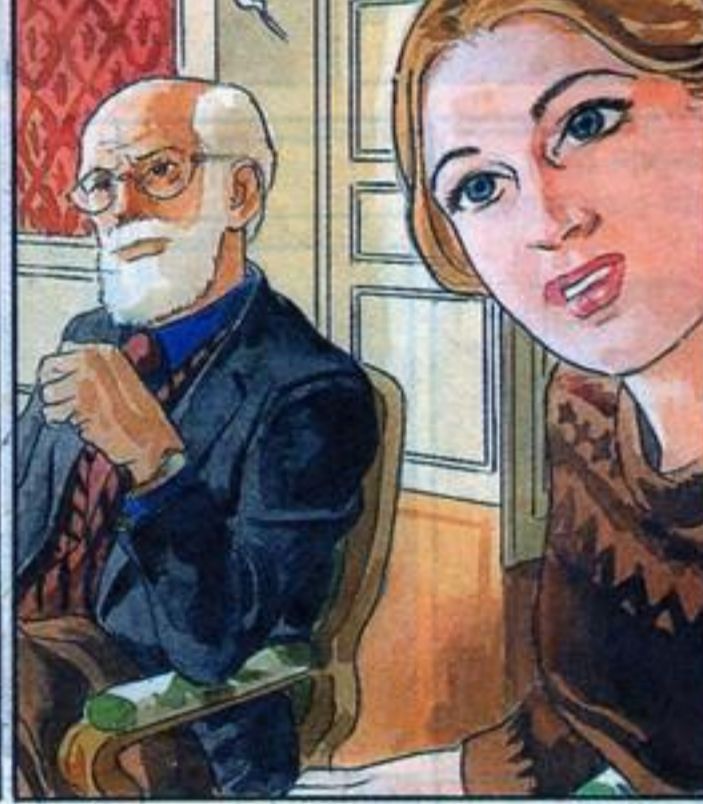


আর কাসপার  
ডব্রলোকটি...?

ওড়িয়ন সার্কাসের  
মালিক। সার্কাসের সঙ্গে  
একটা পশুশালা আছে।



তাতে নানারকম  
উদ্ভট...!?



আমাদের প্রস্তাবের কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ। কাল সকালে  
আবার তোমার সঙ্গে বসব।





আজকের অভিজ্ঞতাটা কি ইয়ের কাছে একটা বিভীষিকা, নাকি এ জাতীয় ঘটনা সে উপভোগ করে?



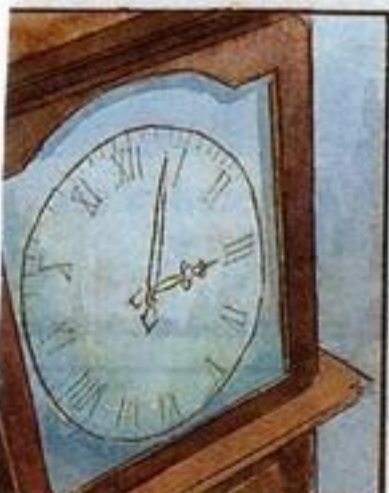
... দেখি মিস এরিকা কী ব্যবস্থা করে?



টং টং টং টং টং টং

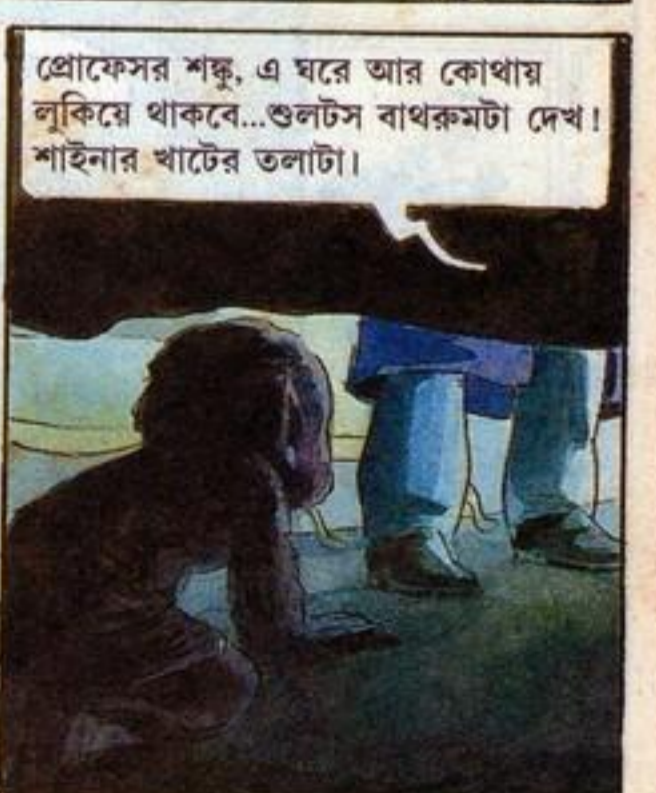


টং টং টং টং টং



কোথায় গেল?

জানলা ত বন্ধ! তা ছাড়া ওরা ত রয়েছে।



প্রোফেসর শঙ্কু, এ ঘরে আর কোথায় লুকিয়ে থাকবে... গুলটস বাথরুমটা দেখ! শাইনার খাটের তলাটা।



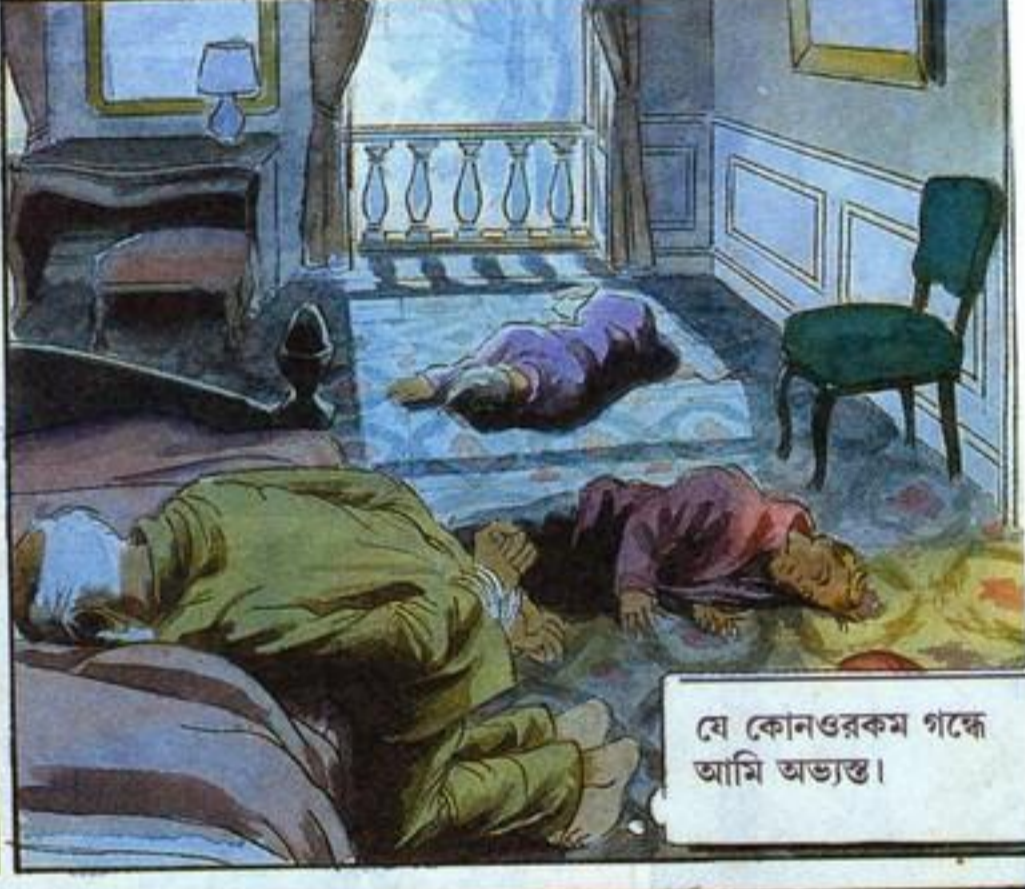
এই ত এখানে...



কী গন্ধ! অ্যাথ খ!



হাওয়া!



যে কোনওরকম গন্ধে আমি অভ্যস্ত।



হুয়ে

হুয়ে



কাসপারি!





ও বুঝেছে মানুষের সঙ্গে নয়, ওর  
জায়গা প্রকৃতি!



যতদিন আয়ু ততদিন ওর  
আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে বেঁচে  
থাকুক।

সমাপ্ত